NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নারী শক্তির উদ্ভাবনায় সমগ্র ভারতের শ্রীবৃদ্ধি

খানাকুলে প্রচারে বাধার অভিযোগ তৃণমূলের ৬

কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৪ ১৩ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.3.2024, Vol.17, Issue No. 284, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

প্রয়াত স্মরণানন্দজি মহারাজ

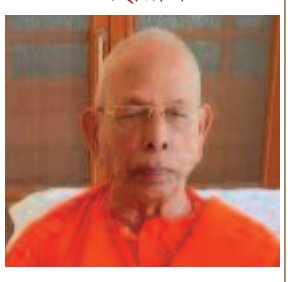

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্টান, কলকাতায় রাত ৮১৪ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনীত কারণে অসুস্থ ছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গ সফরে এসে হাসপাতালে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে দেখতে গিয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট দেখবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। সুষ্ঠ-শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাই চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনে। অশান্তি রুখতে ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে মুড়ে ফেলতে চাইছে কমিশন। ফলে ইতিমধ্যেই বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করে দিয়েছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আরও ২৭ কোম্পানি বাহিনী আসবে বলেই জানাল কমিশন। এরইমধ্যে আবার রাজ্যে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নিয়মিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সিআরপিএফ-কে। পরিস্থিতি অনুযায়ী বাহিনীকে যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ২৯ মার্চ থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টার মধ্যে ইমেল মারফত সেই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সফট কপির পাশাপাশি হার্ড কপিতেও দিতে হবে রিপোর্ট। বাহিনীর গতিবিধি নিয়ে রোজ সকালে রিপোর্ট দেবেন আইজি সিআরপিএফ পশ্চিমবঙ্গ সেক্টর। উল্লেখ্য, বাংলায় যে কোনও নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাংশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। এবার লোকসভা ভোটে এই ছবি বদলাতে চায় কমিশন। ১৬ মার্চ ভোট ঘোষণার দিনই এ নিয়ে বার্তা দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছিলেন, 'যে পরিমাণ ফোর্স রাজ্যগুলিতে যাচ্ছে তার মোতায়েন যেন ঠিকমতো হয়। কোথাও ফোর্সকে বসিয়ে রাখা, কাজ না করানোর ঘটনা যেন না ঘটে। আবার কোথাও যেন ফোর্সকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ না আসে।' এবার সেই বাহিনী নিয়ে আরও এক ধাপ এগোল সিআরপিএফ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন থেকে শুরু করে, বাহিনী কোথায় কাজ করছে তার উপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হল।

রুটমার্চ সংক্রান্ত তথ্য দেবে কমিশনই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ নিয়ে অভিযোগ নিরসনে এবার নির্বাচন কমিশন এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। ceowestbengal.nic.in -এই ওয়েবসাইটে প্রবেশের পর রুটমার্চ নামে একটি অংশে ক্লিক করলেই সবাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সম্পর্কে জানতে পারেন। যদি কোনও ব্যক্তি বা দল মনে করেন কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে যাচ্ছে না, বা রুট মার্চ করাচ্ছে না, তা-হলে জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন।

সন্দেশখালির প্রতিবাদী রেখার সঙ্গে ফোনালাপ প্রধানমন্ত্রীর

নতুন নাম দেওয়ার পাশাপাশি দিলেন বিশেষ বার্তাও

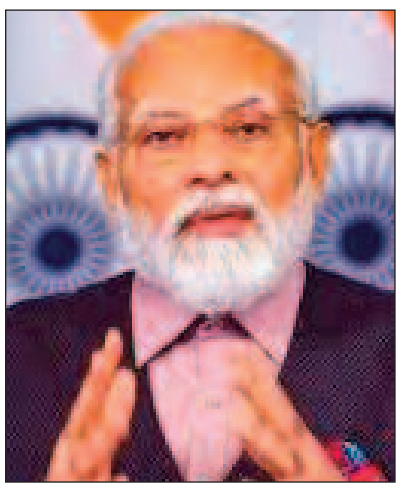

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটের প্রার্থী নির্বাচনে চমক দিয়েছে বিজেপি। গত রবিবার রাতে ঘোষণা করা হয় সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে। তখনই মনে করা হয়েছিল, বসিরহাটে জয়ের চেয়েও বিজেপির পক্ষে রেখাকে বাছার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে ওই আসন এলাকার সন্দেশখালিতে মহিলাদের আন্দোলন। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান, উত্তম সর্দার, শিবপ্রসাদ হাজরাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে মুখর হতে দেখা যায় রেখাকে। কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে মিছিলেও হাঁটেন তিনি। সেই রেখাকে গোটা রাজ্যেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ হিসাবে তুলে ধরতে চায় বিজেপি। প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফোন পেলেন রেখা। আর সেই ফোনেই মোদি 'শক্তিস্বরূপা' বলে রেখাকে সম্বোধন করেন।

সূত্রে খবর, ফোনে মোদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার প্রার্থী হয়ে কেমন লাগছে? প্রত্যুত্তরে রেখা জানান, ভালো লাগছে। সন্দেশখালির গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রার্থী করার জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সঙ্গে সংযোজন, 'আপনার আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথার উপর রয়েছে। আমাদের সন্দেশখালির মা-বোনদের কাছে আপনি ভগবানের মতো।' প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে আশ্বস্ত করেন, রেখার উদ্বেগের কথা নির্বাচন কমিশনের দরবারে পৌঁছে যাবে এবং কমিশন নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের সময়ে মোদিকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করেন রেখা। মোদির আশীর্বাদ চান বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনার মতো মা বোনের হাত আমার মাথায় রয়েছে। নইলে আমি একা তো কিছুই নই। মোদির কথায়, রেখাজি আপনিই শক্তি, আপনিই দুর্গা। বাংলায় শক্তির আরাধনা হয়। আপনিই সেই শক্তি। কত বড় সাহস আপনি দেখিয়েছেন, জানেন না। আপনার কারণেই এক দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করেছেন। গোটা দেশ আপনার জন্য গর্ব করছে।'

শুধু তাই নয়, এদিন প্রধানমন্ত্রী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য রেখার ভোট প্রচার কেমন চলছে, সেই সব বিষয়ে খোঁজখবর নেন রেখা পাত্রের থেকে। তারই উত্তরে এলাকায় যে বিজেপির জন্য আমজনতার সমর্থন বেড়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সে কথাও তুলে ধরেন বসিরহাটের এই বিজেপি প্রার্থী। উল্লেখ্য, যে সন্দেশাখালি ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছে বাংলা তথা গোটা দেশের রাজনীতি, সেই সন্দেশখালির অন্যতম প্রতিবাদী মুখ হলেন রেখা পাত্র। প্রধানমন্ত্রী মোদি রেখাকে এও বলেন, 'আপনার যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, আমি নিশ্চিত আপনি ঠিক দিল্লিতে পৌঁছাবেন। আপনি নিশ্চয়ই নির্বাচনে জিতে আসবেন।' রেখা জানালেন, প্রায় মিনিট পনেরো প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন তাঁর সঙ্গে।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে রেখার নাম বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর বসিরহাটের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান নমো। উত্তরে রেখা জানান, বলেন, 'শুধু সন্দেশখালিই নয়, গোটা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মা-বোনেরা অত্যাচারিত হয়েছেন বিগত দিনগুলিতে।' সন্দেশখালির অভিযুক্তদের যাতে কঠোর সাজা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই কথাও বলেন রেখা।

রেখাকে প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনের অডিও এদিন সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। এই ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট, অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপির ফারাকও। কতটা সুপরিকল্পনা থাকলে এতটা সময় দিয়ে এক জন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন জাতীয় দলের প্রধান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সন্দেশখালির এক নির্যাতিতাকে বসিরহাটে প্রার্থী করা এবং তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফোনে কথোপকথন একেবারেই কৌশলগত। এর মধ্যে দিয়ে সন্দেশখালিকে সামনে রেখে বাংলার গ্রাম গঞ্চে মহিলা ভোটকে বিজেপির অনুকূলে টানতে চাইছেন মোদি-শাহ। এর পাশাপাশি গোটা দেশকেও দেখাতে চাইছেন মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিজেপি কতটা আগ্রহী।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 'কুমন্তব্য' দিলীপের, জেলাশাসকের রিপোর্ট চাইল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ সম্পর্কে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপের বিরুদ্ধে সরাসরি আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) সূত্রে খবর, জেলাশাসকের কাছ থেকে ওই বিষয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। রিপোর্ট এলে তা দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে পাঠানো হবে। কমিশন খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত জানাবে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর শহরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ মঙ্গলবার সকালে মমতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ মঙ্গলবার শহরে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে বলেন, 'তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ক্রিকেটার হিসেবে সেই বিষয়ে তাঁকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এটা রাজনীতি। আর উনি দিদির হাত ধরে এসেছেন। সেই দিদির পা-ই টলছে। এখন তাঁর বাড়ির লোক তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন উনি বুঝতেই পারবেন না।' দিলীপের দাবি, 'বিহার, ইউপি থেকে দিদি গোয়াতে গিয়ে বলেন গোয়ার মেয়ে। ত্রিপুরাতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরার মেয়ে।' এর পরেই তিনি মমতার উদ্দেশে কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। খড়্গপুরের বিদায়ী বিজেপি সাংসদের মন্তব্যের নিন্দা করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর তাড়া খেয়ে মেদিনীপুর থেকে দুর্গাপুরে এসেছেন। এখন এই রকম বেলাগাম বক্তব্য দিয়ে বাজার গরম করতে চাইছেন।' মমতাকে নিয়ে দিলীপের মন্তব্যের প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। তারই প্রেক্ষিতে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে দিলীপ বলেন, 'যা বলার নির্বাচন কমিশনকে বলব। প্রতিবারই ভোটের আগে তৃণমূল মহিলা কার্ড খেলে। এটা সাধারণ মানুষ ধরে ফেলেছে। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যেখানে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করেন। আমার প্রশ্ন করার অধিকার আছে। সবাই পারে না। আমি করেছি। যা জবাব দেওয়ার তা নির্বাচন কমিশনকে দেব। একটা কাউকে তো ইস্যু করতে হবে। দিলীপ ঘোষকেই করেছে। কে নারীবিদ্বেষী তা সন্দেশখালির মানুষ জানেন।'

চোট সারিয়ে মাঠে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রচার শুরু মহুয়ার কৃষ্ণনগর থেকেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে নবান্নে গিয়ে প্রশাসনিক কাজ সামলালেও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। অবশেষে লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়া মৈত্রের নির্বাচনী কেন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে লোকসভার প্রচার শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩১ মার্চ ধুবুলিয়ায় সভা করতে পারেন মমতা।

গত ১৪ মার্চ কালীঘাটের বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। সে দিনই লোকসভার প্রচার শুরু করেছিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে অভিষেক উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পাঁচটি জনসভা করে ফেলেছেন। কিন্তু মমতা প্রচার শুরু করতে পারেননি। নেত্রীর কপালের আঘাত নিয়ে তৃণমূলের মধ্যেও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চোট সারিয়ে ভোটের মাঠে নামছেন তিনি।

কৃষ্ণনগরে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। যদিও তখনও তৃণমূল, বিজেপি কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে তৃণমূলের প্রার্থী যে ফের মহুয়া হচ্ছেন, তা নিয়ে কোনও রহস্য ছিল না। কারণ, সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' তোলার যে অভিযোগ মহুয়ার বিরুদ্ধে উঠেছিল, সেই সময়েই মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা। গত নভেম্বরে নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, 'এদের (বিজেপি) কী বুদ্ধি! মহুয়াকে ভোটের তিন মাস আগে তাড়াচ্ছে। আরে ও তো আবার ভোটে জিতবে।' সে দিনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণনগরে প্রার্থী হচ্ছেন মহুয়াই। এবার চোট সারিয়ে সেই মহুয়ার কেন্দ্র থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচারে নামতে চলেছেন মমতা।

গরম থেকে বাঁচতে রাজনৈতিক প্রার্থী, কর্মীদের জন্য সতর্কবিধি জারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট। নির্বাচনী প্রচারও চলছে জোরকদমে। ৪ জুন ঘোষিত হবে নির্বাচনের ফল। অর্থাৎ সামনের উত্তপ্ত হবে রাজনীতির ময়দান। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রাও। আবহবিদরা জানাচ্ছেন এবছর তাপমাত্রা এক নয়া রেকর্ড করতে চলেছে। তাই গরমের দাপটের মোকাবিলা করতে ভোটের মরশুমে কী কী করা উচিত ইতিমধ্যে তা জানিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সেই বার্তাই চিঠি দিয়ে সমস্ত রাজ্যেকে জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে যে সব সতর্কবিধি জারি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোনো এড়িয়ে চলতে হবে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে প্রচারে কিংবা ভোটের দিনে বেরোলে তৃষ্ণার্ত না হলেও বারে বারে জল খেতে হবে। অবশ্যই সঙ্গে জল রাখতে হবে। আর সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থী, দলীয় কর্মী-সহ অন্যান্যদের হালকা রঙের সুতির পোশাক পরতে হবে। ছাতা, রোদ চশমা সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, ভোটের কাজে বাইরে থাকলে শিশু অথবা পোষ্যদের গাড়িতে রাখা চলবে না। গরমে অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ দিতে হবে। দিনের বেলায় রোদে ভোটের প্রচারে বেরোলে ওআরএস, লস্যির মতো পানীয় যা শরীর হাইড্রেট রাখে সেগুলি সঙ্গে রাখতে হবে। কোনও ব্যক্তি রোদে থাকাকালীন হিট ওয়েভে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ছায়ায় কিংবা ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশনের সতর্কবার্তা

- বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্র নিচু তলায় করতে হবে।
- কোনও ভোটারকে ২ কিলোমিটারের বেশি ভোট দিতে যেতে হবে না। একমাত্র পাহাড়ি এলাকার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব একটু বেশি হতে পারে।
- প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে হবে। জল খাওয়ার জন্য রাখতে হবে গ্লাস।
- ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের জন্য টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ রাখতে হবে। বসার ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিবন্ধী, অন্তঃস্বত্ত্বা ও প্রবীণ ভোটারদের জন্য ।
- ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের জন্য মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরি করতে হবে।
- অনেক মা শিশুদের নিয়ে ভোট দিতে যান। ওই শিশুদের দেখভালের জন্য প্রতি ভোট কেন্দ্রে এক জন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে।

'সান স্ট্রোক' হলে কমিশনের পরামর্শ

- ঠান্ডা জায়গায় ওই ব্যক্তিকে শুইয়ে দিতে হবে। মাথায় জল ঢালতে হবে। ওই ব্যক্তির ঘর্মাক্ত জামাকাপড় পরিষ্কার করতে হবে।
- ওআরএস বা ওই ধরনের কোনও পানীয় খাওয়াতে হবে।
- পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হলে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

বালুরঘাটে এবার জোর টক্কর বিজেপি আর ঘাসফুলে

শুভাশিস বিশ্বাস

১৯৭৭ থেকে বাম শরিক আরএসপি-র শক্ত ঘাঁটি ছিল বালুরঘাট। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর পর লাল দুর্গ ভেঙে পড়ে সীমান্ত এলাকাতেও। কাস্তে-হাতুড়ি-তারার শরিক কোদাল-বেলচার ধারও কমতে থাকায় বালুরঘাটের মাটির দখল নেয় ঘাসফুল। এরপর বালুরঘাটের মাটিতে ফুটেছে পদ্মও। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র ৭টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ইটাহার, যা উত্তর দিনাজপুরের অন্তর্গত। এছাড়াও রয়েছে কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন,গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর, যেগুলো পড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে।

২০১১-য় রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে ২০১৪-য় তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ জেতেন এই কেন্দ্র থেকে। সেবার তৃতীয়ে ছিল বিজেপি। এরপর ২০১৯ সালের নির্বাচনেও তৃণমূল প্রার্থী করা হয় অর্পিতাকেই। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী হন ড. সুকান্ত মজুমদারকে। প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েই লোকসভা আসনে জয় পান সুকান্ত। এরপর ছবিটা একটু হলেও বদলায়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পদ্মের ঝড় অনেকটাই স্তিমিত হয় ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। সেবারের বিধানসভা নির্বাচনে চারটি যায় তৃণমূলের দখলে। বাকি তিনটি থাকে বিজেপির দখলে। বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে ইটাহার, কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ এবং হরিরামপুর আসনে তৃণমূল জয় পায়। আর বিজেপি জয় পায় বালুরঘাট, তপন এবং গঙ্গারামপুরে। এরপর হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব মিত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব। অন্যদিকে, বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক কুমার লাহিড়ী। শুধু তাই নয়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ গিয়েছে তৃণমূলের দখলে। ৮ টি পঞ্চায়েত সমিতিতেও ফুটেছে ঘাসফুল। আর ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ৪টিতে পদ্ম ফুটেছে আর বাকি ৬০ আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয়, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র আর অপরদিকে বিজেপির হয়ে লড়ছেন বালুরঘাটের সদ্য বিদায়ী সাংসদ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। ফলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভার একটা আলাদা মাত্রা পাবে তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে বর্তমানে বালুরঘাট আসনে বিজেপির প্রভাব অনেকটাই বেশি। এদিকে গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার তৃণমূল। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র গোষ্ঠী চিরকাল ক্ষমতা দখলের লড়াই চালিয়েছে। তারই জেরে বিপ্লবের বিপরীত পক্ষ গোষ্ঠী অনেক সময় একত্রিত হয়েছে। ফলে গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল তৃণমূলকে হারিয়েছে বলেই দাবি করেছিলেন শাসক দলের একাংশ। এদিকে সামনে আসছে এক নয়া পরিসংখ্যান। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে এবার নতুন ভোটারের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। এই নতুন ভোটারদের কাছে টানতে মরিয়া সব রাজনৈতিক দল। এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের সমর্থন যে দল পাবে, তারা জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। নয়া ভোটারদের সমর্থন যে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে থাকবে সে ব্যাপারে প্রত্যয়ী শাসকদল। কারণ,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণদের জন্য যে সব প্রকল্প করেছেন তার সুবিধা পাচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম। ফলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই আস্থা রাখবেন সেটাই স্বাভাবিক। সেখানে বিজেপি কিছুই করতে পারেনি। বামেদের জমানাতেও কিছু করা হয়নি।

এদিকে সুকান্তর গলায় একেবারে অন্য সুর। তাঁর কথায় বারবার ধরা পড়েছে শাসকদলের অসহযোগিতার কথাই। সঙ্গে এও জানান, তাঁর মেয়াদের প্রায় দু'বছর কেটে গেছে কোভিড অতিমারিতে। আর বালুরঘাটের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরে যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনওদিনই ভালো ছিল না বলে তিনি সর্বপ্রথম জোর দেন রেলপথ উন্নয়নে। দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য কেন্দ্রের কাছে দরবার করে ১৫ কোটি টাকায় বালুরঘাট রেল স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, পেয়েছেন বালুরঘাট-শিয়ালদহ ট্রেনও। এদিকে বালুরঘাট রেল স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৪১ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। অন্যদিকে, থমকে থাকা বালুরঘাট-হিলি রেল প্রকল্প চালু হয়েছে। এই বালুরঘাটেই দীর্ঘদিন আগে এয়ারপোর্ট অথরিটি রাজ্য সরকারকে মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে জমি দিয়েছে। কিন্তু, পরিকাঠামো তৈরি হলেও রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। সিঙ্গল ইঞ্জিন বিমান চালুর জন্য বহুবার রাজ্যকে জানিয়েওছেন তিনি। তবে উত্তর আসেনি। রাজ্যের অসহযোগিতার জেরে জেলায় মেডিক্যাল কলেজও হচ্ছে না।

এদিকে বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী আত্রেয়ী নদীর খননের জন্য রাজ্যের কাছে কেন্দ্র প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য উদাসীন। আবার জমি না মেলায় গঙ্গারামপুরে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রও হয়নি। জেলার আর্থিক বৃদ্ধির জন্য হিলি-তুরা রেল প্রকল্পের দাবি জানিয়েওছেন কেন্দ্রের কাছে। এদিকে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রটি বর্তমানে জাত ভিত্তিক যে পরিসংখ্যান সামনে আসছে সেই হিসেবে হিন্দুদের পাশাপাশি এই লোকসভায় বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০১ শতাংশ। পাশাপাশি খ্রিস্টান ১.৩৫ শতাংশ, জৈন ০.০৩ শতাংশ, মুসলিম ২৯.৫ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৮.৬ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ১৫.৩ শতাংশ। বালুরঘাট লোকসভার এই জাতভিত্তিক পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে জয় পাওয়াটা মোটেই সহজ হবে না। তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছে এই আসন ধরে রাখা সম্মান রক্ষার ব্যাপার তাতে যেমন কোনও সন্দেহ নেই ঠিক তেমনই পুরনো আসন ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূলও।

বায়োমেট্রিক ছাড়া আর করা যাবে না জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বায়োমেট্রিক ছাড়া আর জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। রাজ্যে জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে একটি স্পেশ্যাল প্রভিশন বা বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ১৯০৮ সালের নির্ধারিত আইনের ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে আনার সুবিধা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক ছাপ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এই নিয়মকেই সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে একটি অসাধু চক্র। জমির আসল মালিকের অজান্তেই জমি অন্যের নামে করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বাড়ছে জাল দলিল তৈরির প্রবণতাও।

এধরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্প ডিউটি অধিকরণ এক নির্দেশিকা জারি করেছে। ওই নির্দেশিকায় বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রি করানোর ক্ষেত্রে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে সাফ বলা হয়েছে, বাড়িতে গিয়ে রেজিস্ট্রির আবেদন যাচাই করে যদি দেখা যায় যে সত্যিই আবেদনকারী কোনওভাবেই অফিসে আসতে পারবেন না, তবেই তা মঞ্জুর হবে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে যদি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় অধিকর্তার কাছে আগের মাসের রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কলকাতার জেলায় রেজিস্ট্রি বিভাগকে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বায়োমেট্রিক ছাড়া রেজিস্ট্রির সংখ্যা অনেকটাই কমবে। অসুস্থতার কারণে যাদের সত্যিই রেজিস্ট্রি অফিসে আসার ক্ষমতা নেই, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা আরও কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ ভীষণ কাজে দেবে। বাড়িতে গিয়ে রেজিস্ট্রির জন্য ৪০০ টাকা সরকারি ফি দিতে হয়। এক্ষেত্রে যাতে কোনও অনৈতিক লেনদেন না হয়, সে বিষয়েও মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের।

শুভেন্দু বিরাট নেতা, আমি সাধারণ ছেলে, সন্ত্রাস নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ প্রসূনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মঙ্গলবার হাওড়ার পাঁচলা বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী সভাতে এসে এভাবেই শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর এলাকাতে জনসভা থেকে শুভেন্দু পাঁচলা সহ একাধিক এলাকাতে তৃণমূলের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। মঙ্গলবার সেই বক্তব্যকেই কটাক্ষ করলেন প্রসূন। তিনি বলেন, 'শুভেন্দু বিরাট নেতা, আমি সাধারণ ছেলে। উনি কি বলতে চাইছেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। কিসের অন্যরকম ভোট হবে জানি না। লোকে আসবে ভোট দেবে। এখানে অন্যরকম কি হবে আমার জানা নেই। আমার প্রায় ৬১ লক্ষ ভোটার। আমি একশো চুরি করলেও মানুষ ভোট না দিলে জেতা সম্ভব নয়। আমি ভদ্রলোক, আমার লোকসভাতে যে সাতজন বিধায়ক আছেন তারাও ভদ্র সভ্য মানুষ। এটা উনি কি বলছেন আমার জানা নেই। উনি এখন বড় নেতা তাই হয়ত বলছেন, তাদের বিষয়ে এই ধরণের মন্তব্য করা উচিৎ নয়। এইসব বাজে কথা।'

এছাড়াও প্রসূন দাবি করে বলেন, 'কিসের দুর্নীতি, সব জায়গাতেই আমরা চোর হচ্ছি! আমাদের কে দেখেছে , কোথায় দেখেছেন, কোথায় তার প্রমান হয় নি! আমি তো বলব বিজেপি, সিপিএম সবাই চোর। এই নিয়ে কে কি বলছে আমি এইসব কানে নিই না। আমি কান দিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই।

উল্লেখ্য শনিবারের সভা থেকে পঞ্চায়েতে ভোট লুঠ ও জমি মাফিয়া বলে শুভেন্দু আক্রমণ করেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিককে। নির্বাচনী জনসভা থেকে সরাসরি নাম করেই অভিযোগ করেন শুভেন্দু। যদিও শুভেন্দুর যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক। তার কথায় যাদের দূরবীন দিয়ে পাঁচলা এলাকাতে দেখেও খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা করেছেন নির্বাচন কমিশন ও জেলা শাসকের দপ্তরে।

কাঁথি চৌরঙ্গী মোড় থেকে ভবতারিণী মন্দির, কাঁথি রাখালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ হয়ে কাঁথি নান্দনিক ক্লাব পর্যন্ত, হোলি এবং দোল উৎসব উপলক্ষ্যে, কাঁথি - ৪ নং মন্ডল (কাঁথি নগর মন্ডল) কর্তৃক কাঁথিবাসী জনসাধারণ ও সকলকে বসন্ত উৎসব এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপনার্থে আয়োজিত নগর পরিক্রমায় উপস্থিত ছিলেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী।

অনশন ভাঙলেন সোনম ওয়াংচুক

লেহ, ২৬ মার্চ: ২১ দিনের অনশন ভঙ্গ করলেন বিজ্ঞানী তথা পরিবেশ-মানবাধিকার কর্মী সোনম ওয়াংচুক । গত ৬ মার্চ থেকে অনশন করছিলেন তিনি। তবে সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, অনশন তুলে নিলেও তাঁর লড়াই চলবে।লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি-সহ একগুচ্ছ দাবিতে অনশন করছিলেন সোনম। কেবল জল ও নুন ছাড়া কিছুই খাননি। এদিন অনশন শেষে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'লাদাখের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও সেখানকার মানুষদের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আমার লড়াই চলবে।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার মানুষ। তবে এর পরই সেখানে উপস্থিত মহিলাদের একটি দল জানায়, এবার তারা অনশন শুরু করবে একই দাবিতে।

সুলগ্না আকাদেমি ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল বসন্ত উৎসব। রাঙিয়ে দিয়ে যাও এর সিজন ফাইভ। নৃত্য পরিচালনায় ও পরিবেশনায় ছিলেন সুলগ্না রায় ভট্টাচার্য সহ সংস্থার ছাত্র ছাত্রীরা। পাশাপাশি নৃত্য পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ সেনগুপ্ত সাথে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, দীপাবলি দত্ত প্রমুখ।

লোকসভা নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাথী করে নির্বাচনী প্রচারে বাম ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকে বঙ্গে উত্তাপ চড়ছে নির্বাচনের। যার মালুম পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী প্রচারে। এদিকে এবারের নির্বাচনী প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা 'সমতা'-কে কাজে লাগাতে চলেছে বামেরা। আর এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর 'সমতা'-এল সবার সামনে। 'সমতা'-কে দেখতে মানুষের মতোই, কিন্তু মানুষ নয়। 'সমতা' হল বঙ্গ সিপিএমের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলের নতুন মুখ, এআই নির্ভর প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যাঙ্কর। এবার নির্বাচনী বাজারে জনসংযোগে এক নয়া বার্তা দেবে তা বলাই বাহুল্য।

দোলের দিন সন্ধেয় বামেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রথম প্রকাশ করা হয় 'সমতা'কে। ২৭ সেকেন্ডের প্রথম আলাপেই বেশ তাক লাগিয়ে দিয়েছে বামেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সঞ্চালিকা। আত্মপ্রকাশের প্রথম কয়েক ঘণ্টাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছে বামেদের এই নতুন এআই অ্যাঙ্কর।

আত্মপ্রকাশের সন্ধেয় ২৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োয় রাজ্যবাসীকে দোলের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি, রাজনীতি নিয়েও কথা বলে 'সমতা'। কথা হল ছাত্র রাজনীতি নিয়ে। উঠে এল দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনাইটেড লেফটের সাফল্যের কথাও। স্পষ্ট বাংলায় সমতা বলল, 'এ বছরের রঙের উৎসবে আমাদের উপহার লাল আবিরের জেএনইউ।' ভোটের মুখে আত্মপ্রকাশ করা বামেদের নতুন এই এআই অ্যাঙ্করকে এবার থেকে দেখা যাবে বঙ্গ সিপিএমের ফেসবুক হ্যান্ডেলে ও ইউটিউব চ্যানেলে। এদিকে সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই 'সমতা'কে নিয়েপ্রচুর রিঅ্যাকশন, কমেন্ট জমতে শুরু করেছে বামেদের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে।

এদিকে ১৯ এপ্রিল থেকে ভোটগ্রহণ পর্বের আগে জোরদার প্রচার শুরু করে দিয়েছে বাম ব্রিগেডও। নির্বাচনী ময়দানে এবার তারুণ্যের উপর বাড়তি নজর দিয়েছে সিপিএম। সৃজন, দীপ্সিতা, সায়নদের এগিয়ে আনা হয়েছে। আর এবার প্রযুক্তি নির্ভর প্রচারেও বাড়তি নজর বামেদের। এখন দেখার বামেদের এই তরুণ ব্রিগেডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঞ্চালিকা কতটা ছাপ ফেলে বাংলার জনমানসে।

পিংলার মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজভবনে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজভবনে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে নিয়ে রাজভবনে যান শুভেন্দু অধিকারী। এব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্য রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানান তিনি। সূত্রে খবর, মৃত বিজেপি কর্মীর নাম শান্তনু ঘোড়ুই। পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ তাঁদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে বিজেপি নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পুলিশ এই অভিযোগ নেয়।

গত রবিবার ধান খেতের মধ্যে বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিংলা থানা এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। এরপরই বিজেপি নেতাকে হিরণকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের মা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। মৃতের মায়ের দাবি, অনেকদিন ধরে স্থানীয় তৃণমূলের লোকজন তাঁর ছেলেকে হুমকি দিচ্ছিল। বৃদ্ধার অভিযোগ, তাঁরা বিজেপি করেন, তাই তাঁদের পরিবার সরকারির প্রকল্পগুলির কোনও সুবিধাই পাননি। এরপরই সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হন হিরণ।

উত্তর কলকাতা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় রাজা রামমোহন রায় সারণিতে দেওয়াল লেখে প্রচার শুরু করলেন

দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী কালীঘাটের মন্দিরে পূজো দিয়ে তার প্রচার শুরু করলেন।

সিসিপিএ ও এএসসিআই ভারতে বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণশক্তিশালী করতে হাত মিলিয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিপার্টমেন্ট অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স (ডিওসিএ) এবং দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) উপ ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার পারস্পরিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। যখন বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিষয়টি আসে তখন এএসসিআই এবং সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি (সিসিপিএ) উভয়ের মিলে সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নে? সিসিপিএ এবং এএসসিআই ভারতে বিজ্ঞাপনের নিয়ন্ত্রণশক্তিশালী করতে হাত মিলিয়েছে।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এএসসিআইয়ের কোড এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকাগুলি কেন্দ্রীয় গ্রাহক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা বেশ কয়েকটি নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, প্রভাবশালী নির্দেশিকা, কোচিং ইনস্টিটিউট, গ্রিনওয়াশিং এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কিত নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে মার্চ। ১৩ ই চৈত্র ।বুধবার। দ্বীতিয় তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টত্তরী বুধের র মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভারতীয় রেলে মহিলা কামরার ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় রেলে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বগি চালু হওয়ার পিছনে একটি সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় ইতিহাস রয়েছে, যা দেশে মহিলাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

ট্রেনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বগির ধারণাটি ১৯ শতকের শেষের দিকের। অনেক সমাজে, নিরাপত্তার উদ্বেগ এবং সামাজিক নিয়মের কারণে পুরুষ অধ্যুষিত বগিতে ভ্রমণ করার সময় মহিলারা বিভিন্ন অসুবিধা এবং অস্বস্তির সম্মুখীন হন। একটা সময় ছিল যখন মহিলারা জনসাধারণের বগিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হতেন। তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে, এই কথা চিন্তা করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বগির দাবি উঠতে থাকে।

যেহেতু তখন মেয়েদের জন্য আলাদা কোন সংরক্ষিত বগি ছিল না, ১৮৬৯ সালে, তৎকালীন ভারত সরকার বাংলাদেশের সরকারি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। ওই নির্দেশের পর কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারি নির্দেশ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে রেল কোম্পানিগুলো। ১৮৬৯ সালের শেষের দিকে মেয়েদের জন্য একটি আলাদা বগি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নারীদের সুবিধার্থে একজন ইউরোপীয় মহিলা গার্ড উপস্থিত থাকবেন। সেই বগিতে শুধুমাত্র মহিলারা চড়তে পারবে ও তাদের নিকটজনেরা কাছাকাছি বগিতে থাকবে।

মেয়েদের জন্য আলাদা বগি তৈরির নির্দেশ পেয়ে ভারতীয় রেলওয়ে কোম্পানি মহিলাদের জন্য বেশ কিছু আলাদা কামরা তৈরি করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ধারণাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সারা বিশ্বে রেলওয়েতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে, উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের বগিগুলির প্রবর্তন মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল, বিশেষত দূর-দূরত্বের যাত্রার সময়। ভারতীয় রেলওয়ে মহিলা যাত্রীদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে স্থানীয় এবং দূর-দূরত্বের পরিষেবা সহ বিভিন্ন শ্রেণির ট্রেনে মহিলাদের সংরক্ষিত কামরা প্রয়োগ করেছে।

এই প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বগি নির্ধারণ করতে শুরু করে। ১ জুন, ১৯৩০ তারিখে , ডেকান কুইন ছিল ভারতের প্রথম সুপারফাস্ট বৈদ্যুতিক ট্রেন, যাতে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি কামরা ছিল ।

৫ ই মে ভারতীয় রেলওয়ের মহিলা যাত্রীদের উদযাপন করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে বিশ্বের প্রথম লেডিস স্পেশাল ট্রেনটি চার্চগেট এবং বোরিভালির মধ্যে ৫ ই মে, ১৯৯২-এ চালু হয়েছিল। এখন প্রতিটি ট্রেনে তা ইএমইউ, ডিইএম, প্যাসেঞ্জার এবং সুপার ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন হোক না কেন তাতে একটি মহিলা বগি রয়েছে।

ইস্টার্ন রেলওয়েতে মহিলা বিশেষ (মাতৃভূমি লোকাল) ট্রেনগুলি মহিলা যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং সুবিধাজনক ভ্রমণের বিকল্প প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এখন ইস্টার্ন রেল জুড়ে ৬ টি মহিলা স্পেশাল (মাতৃভূমি লোকাল) ট্রেন চলছে যা শিয়ালদহ ডিভিশন থেকে ৫ টি এবং হাওড়া ডিভিশন থেকে ১ টি। এগুলি হল শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং, শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর শহর, শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ জং, শিয়ালদহ থেকে বারাসাত এবং হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল।

প্রধানত কর্মরতা মহিলারা এই লেডিস স্পেশাল ট্রেনটিতে যাতায়াত করেন এবং যাতায়াত চলাকালীন তারা নিজেদের অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ মার্চ ২০২৪ ১৩ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার

ভাটপাড়ার রামনগর কলোনিতে হোলিতে ‘চলল গুলি’, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোকসভা নির্বাচনের মুখে ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর কলোনির বাগান এলাকায় গুলি চলার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার হোলির বিকেলে ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাড়ায় সকলে হোলিতে রঙ মেখে নাচাগানা করছিল। ওই এলাকার একজনের বাড়িতে বহিরাগত তিন-চারজন যুবক খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরছিল। বহিরাগতরা ফেরার সময় বাগান এলাকার ছেলেদের সঙ্গে নাচতে শুরু করে। নাচানাচি করতে গিয়ে বহিরাগতদের একজনের গেঞ্জি ছিঁড়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, গেঞ্জি

ছিঁড়ে যাওয়ায় বাগান এলাকার ছেলেরা ক্ষমাও চান। তা সত্ত্বেও গেঞ্জি ছেড়া নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল বেধে যায়। বাগান এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গেঞ্জি ছিঁড়ে যাওয়া যুবক ফোন করে তাঁর বন্ধুদের ঘটনাস্থলে ডাকে। বাইকে চেপে চার-পাঁচজন ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই তুমুল গন্ডগোল বেধে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গন্ডগোল চলাকালীন বহিরাগতরা অতর্কিতে তিন-চার রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি লাগে গণেশ ঠাকুরের মন্দিরের দেওয়ালে। এরপর ক্ষিপ্ত জনতার ধাওয়া খেয়ে বহিরাগতরা দু’টি বাইক রেখে পালিয়ে যায়। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা সরব হন। যদিও পুলিশ ঘটনায় জড়িত একজনকে পাকড়াও করেছে। বাকিদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূল নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘মূল অপরাধীদের পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। যার বাড়িতে বহিরাগতরা এসেছিল, তাঁকে পুলিশ ধরেছে।’ প্রিয়াঙ্গুর দাবি, গুলি কাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগও তোলেন শাসকদলের ওই নেতা। প্রিয়াঙ্গু বলেন, ‘সামনেই লোকসভা নির্বাচন। অথচ বোমা-পিস্তল উদ্ধারে ব্যর্থ প্রশাসন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে।’

বাংলার ২ বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। বরানগর অর্থাৎ তাপস রায়ের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে লড়বেন সজল ঘোষ। এদিকে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন ভাস্কর সরকার।

লোকসভা ভোটের সূচি ঘোষণার সময় উপনির্বাচনের দিনক্ষণও জানিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, যে রাজ্যে যেদিন ভোট সেদিনই উপনির্বাচনও হবে। ফলে লোকসভা ভোটের আবহেই বাংলার ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র দুটিতে ভোট হবে। ৭ মে অর্থাৎ তৃতীয় দফায় ভোট ভগবানগোলা আসনে। ১ জুন ভোট হবে বরানগরে।

এদিকে বরানগরের বিধায়ক ছিলেন প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তাপস

রায়। তবে বর্তমানে তিনি বিজেপিতে। দলবদলের আগে পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে ওই কেন্দ্রটি বিধায়কশূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে নতুন বিধায়ক পেতে এই উপনির্বাচন। অন্য দিকে, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ইদ্রিশ আলি প্রয়াত হয়েছেন মাস খানেক আগে। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তাঁর মৃত্যু হয়। সেই কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধি বেছে নিতেই হবে উপনির্বাচন। ভগবানগোলার বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক ছিলেন তিনি। বর্তমানে ভগবানগোলার মণ্ডল সভাপতি। বাড়ি রানিতলা থানার আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমডহরা এলাকায়।

ভোটযুদ্ধে নামার আগে প্রবীণ সিপিএম নেতা থেকে তৃণমূল নেতার বাবার আশীর্বাদ নিলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পাঁচ বছর বাদে ফের লড়াইয়ের প্রস্তুতি। বিজেপির বঙ্গের জন্য প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকায় নাম রয়েছে অর্জুন সিং-এর। ব্যারাকপুর থেকে ফের একবার বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়ছেন বিদায়ী সাংসদ। মাঝে অবশ্য একবার তৃণমূলে ফিরেছিলেন। আবার ভোটের মুখে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে ফিরেও গিয়েছেন বিজেপিতে।

গত রবিবার রাতে বিজেপির প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় অর্জুন সিংয়ের নাম ঘোষণা হতে প্রচারে নামছেন তিনি। তবে তার আগে তৃণমূল নেতার বাবা থেকে বর্ষীয়ান বাম নেতা তড়িৎবরণ তোপদারের আশীর্বাদ নিলেন তিনি।

বারবার অর্জুন সিং দাবি করেছেন, তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি তড়িৎবরণ তোপদারকেই অভিভাবক হিসেবে মানেন। তাই ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগেই তড়িৎবরণ তোপদারের বাড়ি গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন বিদায়ী সাংসদ। সোমবার রাতে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তড়িৎবরণ তোপদারের ব্যারাকপুর মসজিদ মোড়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ‘অভিভাবকের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। সফল হবার লক্ষে

তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই যুদ্ধে নামছি।’ বিদায়ী সাংসদের কথায়, ‘গতবারও ওনার আশীর্বাদ নিয়েছিলাম। এবারও ভোট যুদ্ধে নামার আগে আশীর্বাদ নিলাম।’ গতবারের চেয়ে বেশি মার্জিনে জেতার ব্যাপারে বিদায়ী সাংসদ আশাবাদী। অন্য দিকে, প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তড়িৎবরণ তোপদার বলেন, ‘এটা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। রাস্তায় দেখা হলেই অর্জুন খোঁজ-খবর নেয় এবং তাঁকে প্রণামও করে। আগে থেকেই অর্জুন আসতো। তবে এবার তৃণমূল প্রার্থীও তাঁর কাছে এসেছেন। তবে কেউই রাজনীতি নিয়ে কথা বলেননি।’

তড়িৎবরণ তোপদারের পর কাঁকিনাড়া অঞ্চলের অতি পরিচিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি ধনুষ ধারী পাণ্ডেরও আশীর্বাদ নেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। সম্পর্কে তিনি তৃনমূল নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের বাবা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই হোলি উৎসবে মাতোয়ারা মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত মিশ্র ভাষাভাষীর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল। এদিন রঙের উৎসবে সামিল হলেন বিদায়ী সাংসদও। হোলি উৎসবের সকালেই আশীর্বাদ নিতে কাঁকিনাড়ার ৬ নম্বর গলিতে পূজারী ধনুষ ধারী পাণ্ডের বাড়িতে হাজির হলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তবে প্রিয়াঙ্গুর স্ত্রী জ্যোতি পাণ্ডে ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। প্রিয়াঙ্গুর বাড়িতে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের আগমন ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে কি তাহলে ফুল বদল করতে চলেছেন, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। যদিও জল্পনা উস্কে দিয়ে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, ‘অপেক্ষা করুন। আগামীদিনে সবকিছু দেখতে পারবেন।’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের কথায়, অর্জুন দা তাঁর অভিভাবক। অর্জুন দার হাত ধরেই তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। উনি বাবার আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন। বাবা ওনাকে আশীর্বাদও করেছেন। বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, ‘কাঁকিনাড়া অঞ্চলের অতি পরিচিত বিদ্বান ব্যক্তি বর্ষীয়ান ধনুষ ধারী পাণ্ডে। ওনার আশীর্বাদ নিলাম। সমাজে ওনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। উনি বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের পিতা। বিদায়ী সাংসদ জানান, প্রিয়াঙ্গু তাঁর ছোট ভাইয়ের মতো। যখন তিনি বিজেপিতে ছিলেন না। সেইসময় প্রিয়াঙ্গু কাঁকিনাড়ায় ভগবান রামের বড় পুজো করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, ‘ভোট যুদ্ধে চানক্যের প্রয়োজন আছে। প্রিয়াঙ্গু বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। এই যুদ্ধে ছোট ভাই প্রিয়াঙ্গু নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গেই থাকবে।’

বেহালায় ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের জে কে পাল রোডে পুকুর ভরাটের অভিযোগ। প্রায় ১০ কাঠা জলাশয় আগাছা, কুচুরিপানায় আর আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। চারপাশ থেকে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা, নির্মাণের বর্জ্য। বাসিন্দাদের বক্তব্য, জলাশয়ের গভীরতা প্রায় ১৫ ফুটের আশপাশে। স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য জানাচ্ছেন, এই বিশাল জলাশয় এখন প্রোমোটারদের স্বর্গরাজ্য। একইসঙ্গে তাঁরা এ আশঙ্কাও করছেন, গার্ডেনরিচ থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই জলাশয় ভর্তি করেও তৈরি হবে বহুতল। আর তা হচ্ছে প্রশাসন পুরসভার আঁতাতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ‘এই পুকুরগুলো ভরাটের পিছনে রয়েছে অসাধু প্রভাবশালী প্রোমোটারের হাত। ওই প্রোমোটারের স্ত্রী আবার কাউন্সিলর।’ অপর এক বাসিন্দা জানান, ‘কোনও প্রতিবাদ করতে গেলেই কখনও থানার মারফত, কখনও লোকজন দিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। মেয়রের ওয়ার্ড থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে জলাশয় ভরে যাচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী-মেয়র সবাই এত বড় বড় কথা বলছেন।’ এই প্রসঙ্গে বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘সংখ্যাটা আমার মনে নেই। তবে আমরা সার্ভে করে দেখেছিলাম, জলাশয় কত আছে, নির্দিষ্ট করে এসেছিলাম। সে সময় যা জলাশয় ছিল, তার ৬০ শতাংশ ভর্তি হয়ে গিয়েছে।’ আর এখানেই বিকাশ রঞ্জনের প্রশ্ন, মেয়র জানেন না বা কাউন্সিলর জানেন না তা কী করে হয়। কারণ, মেয়র তো নিজেই একজন কাউন্সিলর ছিলেন। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর কাকলি বাগের গলায় একেবারে ভিন্ন সুর। তিনি জানান, ‘এখানে পুকুর ভরাট হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমি তো পরিবেশ বাঁচানোর পক্ষেই। আমি যদি দেখি কোনও অনৈতিক কাজ হচ্ছে, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।’ অন্য দিকে, ১৩ নম্বর বরো চেয়ারপার্সন রত্না শূরও জানান, ‘এখন পুকুর ভরাট কোনওভাবেই হয় না। আইন অত্যন্ত কড়া হয়ে গিয়েছে। আমাদের তো পুলিশকে বলা আছে, কোথাও এমন কোনও অভিযোগ দেখলেই গ্রেপ্তার করতে।’ যদিও ফিরহাদ হাকিম আগেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, বেআইনি নির্মাণ কোথায় হবে, সেটা দেখা পুরকর্তাদের কাজ। কাউন্সিলরদের নয়। তবে পুকুর ভরাট হলে, তা যে কাউন্সিলরদেরই দেখার বিষয়, তাও স্পষ্ট করেছেন মেয়র।

একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেও, দল ছাড়ছেন না রুদ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দোলের দিন দলের একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এরপরই বিজেপি শিবিরেই শুরু হয় জল্পনা। কারণ, দোলের আগের রাতেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। যেখানে নাম ছিল না রুদ্রনীল ঘোষের। যদিও এখনও চার কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়নি বিজেপি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ অভিনেতা? কোনও বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি নিতে চলেছেন রুদ্রনীল ঘোষ?

যদিও এই ঘটনায় রুদ্রনীলের বক্তব্য, ‘দলের একাধিক গ্রুপে যে যেমন করে পারছিল অ্যাড করছিল। এত ভিডিয়ো যে ফোনটা ভরে উঠেছিল। দোলের দিনটা ফাঁকা ছিলাম। তাই এই দিনই বাছাই করে কিছু গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসি। দলের ১০ থেকে ১১টা গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছি।’

এদিকে লোকসভায় বিজেপির এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় রুদ্রনীল ঘোষের নাম না থাকা প্রসঙ্গে অভিনেতা জানান, ‘দল যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনেই কাজ করেছি। ভবানীপুর কেন্দ্রের মতো কঠিন আসন থেকে লড়াই করেছি।’ স্বাভাবিকভাবেই লোকসভায় যাঁরা টিকিট পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে যে তিনি থাকবেন সে আশা তিনি করেছিলেন, তা অকপটেই জানান রুদ্রনীল। সঙ্গে এও জানান,‘দলের সিদ্ধান্ত সবার ওপরে। দল যাতে ভেবেছে প্রার্থী করেছে। আমার আশা ছিল। কিন্তু, টিকিট না পেয়ে দুঃখ হয়নি। অন্য দায়িত্বের জন্য হয়তো আমাকে ভাবা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, একুশের নির্বাচনের আগে একাধিক তারকা যোগদান করেছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের অনেককেই আর দেখা যায়নি দলের কর্মসূচিতে। যদিও সেই তালিকায় পড়েন না রুদ্রনীল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে দলীয় কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, বিজেপির পঞ্চম তালিকায় নাম না থাকায় কিছুটা হতাশ অভিনেতা। আর সেই কারণেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার পরেই রীতিমতো চর্চা শুরু হয় দলত্যাগ নিয়ে। তবে মঙ্গলবার সে জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে রুদ্রনীল জানান, ‘এখনই দল ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। যদি কোনওদিন কিছু নতুন কিছু ভাবি এই নিয়ে সেদিন জানাব।’ অর্থাৎ তিনি যে বিজেপিতেই রয়েছেন তা স্পষ্ট।

রং খেলে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে স্রোতে ভেসে যাওয়া দুই কিশোরের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রঙের উৎসবের আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। রং খেলে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল তিন জন। আগরপাড়ার আশ্রম ঘাটে তলিয়ে যাওয়া কিশোরদের মধ্যে মঙ্গলবার সকালে পানিহাটির শ্মশান ঘাট ও টিটাগড়ের গ্লাসকল ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার হয় দু’জনের দেহ। আর একজনের খোঁজ নেই। ভাগ্যক্রমে সেদিন তলিয়ে যাওয়া চতুর্থজন কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে আসতে পেরেছিল।

মৃত দুই কিশোরের নাম নীরজ রজক (১৬) ও রনিত রায় (১৬)। আদিত্য কুমারের এখনও খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ ওই কিশোরের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে রঙ খেলার পর, বেলার দিকে চার বন্ধু মিলে গঙ্গায় স্নান করতে নামে। আচমকা জোয়ারের জলের স্রোতে চার জনেই তলিয়ে যায়। যদিও তাদের মধ্যে একজন

নিখোঁজ আরও এক

কোনওক্রমে সাঁতরে পাড়ে ওঠে। কিন্তু বাকি তিন জন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে খড়দা থানার আগরপাড়ার

আশ্রম ঘাটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগরপাড়ার হরিমোহন চ্যাটার্জি রোডে রঙ খেলার পর বাড়িতে না জানিয়ে আশ্রম ঘাটে স্নান করতে নামে চার বন্ধু। জোয়ারের তীব্র স্রোতে চার জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শিবম নামে একজন কোনওমতে সাঁতরে পাড়ে এসে উঠে স্থানীয়দের জানায়। খড়দা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ শুরু করে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে পানিহাটির শ্মশান ঘাট সংলগ্ন গঙ্গার ধার থেকে নীরজ রজকের দেহ উদ্ধার করে এনডিআরএফ। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ টিটাগড় গ্লাসকল ঘাট থেকে রনিত রায়ের দেহ উদ্ধার করে। আদিত্য কুমারের খোঁজ চলছে।

শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় ফের বিঘ্ন রেল পরিষেবা, ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদা ডিভিশনে ট্রেনে ভোগান্তি এখন নিত্যদিনের ঘটনা। তারই জের মঙ্গলবারে পড়ল শিয়ালদার দক্ষিণ শাখা। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। ফলে শিয়ালদা স্টেশনে আটকে থাকেন বহু যাত্রী। রেল সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে, সিগন্যাল সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই প্রায় ঘণ্টাখানেক বন্ধ হয়ে যায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যাপক ভোগান্তির সম্মুক্ষীণ হন যাত্রীরা। পরে দুপুর পৌনে ৩টের আশেপাশে ফের চালু হয় ট্রেন চলাচল। এদিকে আবার সোমবার ছিল দোল। সেই করণে শিয়ালদা ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় বেশকিছু ট্রেন বাতিল করা হয়। ফলে ছুটির

দিন হলেও যাঁরা এই দিনেও কোনও কাজে বাড়ি থেকে বের হন, তাঁদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আর সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ভোগান্তির মুখে পড়ত হল যাত্রীদের।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই দমদম স্টেশনে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শিয়ালদা মেন লাইন ও বনগাঁ শাখায় একটানা ৫২ ঘণ্টা প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। ফলে এই দুই শাখার যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হন। ওই সময় আবার সরকারি চাকরির পরীক্ষাও ছিল। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনর ক্ষেত্রেও দুর্ভোগ পোহাতে হয় পরীক্ষার্থীদের। সময়ে পৌছতে পারেননি বলে অনেকে পরীক্ষা দিতে পারেননি বলেও অভিযোগ ওঠে। ফলে একদিকে যেমন অতিরিক্ত সময় লেগেছে, ঠিক তেমনই অন্য দিকে বাড়তি খরচও করতে হয় যাত্রীদের। এদিকে পূর্ব রেলের তরফ থেকে এই ইন্টারলললকিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে বলে দাবি করা হলেও নিত্যযাত্রীরা অভিজ্ঞতা তিক্ত। তাঁরা জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। দিনের বিভিন্ন সময় ট্রেন চলছে দেরিতে।

গরম থেকে বাঁচতে রাজনৈতিক প্রার্থী, কর্মীদের জন্য সতর্কতাবিধি জারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট। নির্বাচনী প্রচারও চলছে জোরকদমে। ৪ জুন ঘোষিত হবে নির্বাচনের ফল। অর্থাৎ সামনের উত্তপ্ত হবে রাজনীতির ময়দান। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রাও। গরমের দাপটের মোকাবিলা করতে ভোটের মরশুমে কী কী করা উচিত ইতিমধ্যে তা জানিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সেই বার্তাই চিঠি দিয়ে সমস্ত রাজ্যেকে জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের তরফে যে সব সতর্কতাবিধি জারি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোনো এড়িয়ে চলতে হবে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে প্রচারে কিংবা ভোটের দিনে বেরোলে তৃষ্ণার্ত না হলেও বারে বারে জল খেতে হবে। অবশ্যই সঙ্গে জল রাখতে হবে। আর সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থী,দলীয় কর্মী সহ অন্যান্যদের হালকা রঙের সুতির পোশাক পরতে হবে। ছাতা, রোদ চশমা সঙ্গে রাখতে হবে।

বলা হয়েছে, ভোটের কাজে বাইরে থাকলে শিশু অথবা পোষ্যদের গাড়িতে রাখা চলবে না। গরমে অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ দিতে হবে। দিনের বেলায় রোদে ভোটের প্রচারে বের হলে ওআরএস, লস্যির মতো পানীয় যা শরীরের আদ্রতা বজায় রাখে সেগুলি সঙ্গে রাখতে হবে। কোনও ব্যক্তি রোদে থাকাকালীন হিট ওয়েভে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ছায়ায় কিংবা ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে প্রতিটি বুথ সম্পর্কেও বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বুথগুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। বুথের ভিতরে পোলিং এজেন্ট এবং পোলিং পার্টিগুলির জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করতে হবে। সঙ্গে নজর রাখতে হবে যাতে বুথের ভিতরে ঠিকমতো আলোর ব্যবস্থা থাকে সে ব্যাপারেও। এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বুথে যেন শৌচাগার থাকে তার জন্য আগে থেকে নজর রাখার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। আর যে কোনও জরুরি অবস্থার জন্য মেডিক্যাল কিটের ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে।

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন কে? চলছে বিভিন্ন দলে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবারের লোকসভা নির্বাচনে অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। কারণ, এখান থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই লোকসভা কেন্দ্রকে অভিষেকের দুর্গও বলে মনে করেন অনেকেই। এদিকে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অনেক আগেই এই ডায়মন্ড হারবার থেকেই লড়তে চেয়েছেন বঙ্গ রাজনীতির আর এক তরুণ তুর্কি আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। শুধু নওশাদ-ই নন, এই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে দেখা গেছে অন্য বিরোধী দলগুলোকেও।

তবে বাস্তবে ছবিটা বড়ই আলাদা। এসইউসিআই ছাড়া ডায়মন্ড হারবারে বিরোধীদের তরফ থেকে কোনও প্রার্থীর নামই ঘোষণা করতে শোনা যায়নি। এসইউসিআই-এর হয়ে দাঁড়াচ্ছেন রামকুমার মণ্ডল। তাঁর নামে দেওয়াল লিখনও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাকি বিজেপি, আইএসএফ, বাম বা কংগ্রেস কেউই এখনও পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে উঠতে পারেনি। অভিষেকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রার্থী কোথায়? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, কলকাতা পুরনিগমের এক কাউন্সিলর ও এক মহিলা বিধায়কের কথা ভাবা হয়েছিল। যদিও তাঁরা কেউ রাজি হননি। এদিকে সূত্র মারফৎ শোনা যাচ্ছ, ওই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক সোনালি গুহর নামও দলের অন্দরের আলোচনায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি আলোচনার মধ্যে রয়েছে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মে আসা যুব নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডার নামও। তিনি-ই আবার সাংগঠনিকভাবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় দলের দায়িত্বে রয়েছেন। এদিকে আবার কংগ্রেস থেকে আসা কৌস্তভ বাগচির নামও রয়েছে আলোচ্য তালিকায়। পদ্ম শিবির সূত্রে বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াকু প্রার্থী দেওয়া হবে। সকলের মতামত নিয়েই প্রার্থী বাছাই করতে একটু সময় লাগছে। দিন কয়েকের মধ্যেই সেটি হয়ে যাবে।

এদিকে বাম শিবির সূত্রে খবর, খাতায় কলমে কোনও জোট না হলেও বামেরা ওই আসনটি এখনও পর্যন্ত নওশাদ সিদ্দিকিদের জন্য ছেড়ে রেখেছে। কারণ, নওশাদ সিদ্দিকি ওই আসনে লড়তে চান বলে কয়েক মাস আগেই জানিয়েছিলেন। ফলে নওশাদ সিদ্দিকির অবস্থান আর দিন কয়েক দেখে নিয়েই ওই আসন সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করবে বামেরা। সিপিএমের তরফে অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, দেরি হচ্ছে কারণ তারা অপেক্ষা করছে। নওশাদরা যদি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন, তাহলে ডায়মন্ড হারবারের জন্য বামেদের প্ল্যানিং তৈরি আছে। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অবশ্য বলছেন, প্রার্থী দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

সম্পাদকীয়

শীঘ্রই দেশের প্রতি রাজ্যে বড় পরিসরে ই-বর্জ্যের উদ্যোগ না নিলে সমস্যা জটিল হবে

দেরিতে হলেও অবশেষে কলকাতা পুরসভা তিনটি বরো অফিসে বৈদ্যুতিন বর্জ্য বা ই-বর্জ্যের পাইলট প্রকল্প চালু করেছে। অথচ, ই-বর্জ্যের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার চ্যালেঞ্জ হিসাবে গত বছরই পরিবেশ দিবসে সায়েন্স সিটির অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে পরিবেশমন্ত্রী এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঘটা করে দু'টি স্কুলে আধুনিক মানের ডাস্টবিন প্রদান করেন। আগামী দিনে চার-পাঁচ হাজার স্কুলে এই ডাস্টবিন দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় এবং স্কুল থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্থানীয় পুরসভা ই-বর্জ্য সংগ্রহ করবে বলে ঘোষণা করা হয়। কারণ, নির্দিষ্ট জায়গায় এগুলি ফেলা না হলে মারাত্মক দূষণ ছড়াতে পারে। পরে সেগুলি পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। অথচ, বাস্তবে আমরা কী দেখছি? পুরসভার এখনও পাইলট প্রকল্পই শেষ হয়নি। এই ভাবে চললে দুর্দিনের আগমন বেশি দূরে নেই। ই-বর্জ্য কী? যে সমস্ত ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জীবন শেষ এবং কর্মে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেই সমস্ত যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশকেই ই-বর্জ্য বলে। বিশ্বে বর্তমানে ই-বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি টনের একটু বেশি। আমেরিকা এবং চিন যৌথ ভাবে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ ই-বর্জ্যের মালিক। ২০১৭ সালে বিশ্বে ই-বর্জ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান ছিল পঞ্চম, ২০১৮-য় চতুর্থ, ২০১৯-এ তৃতীয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। এই ভাবে চলতে থাকলে এক দিন ই-বর্জ্য দেশে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। ইউপিইএস দেহরাদূন-এর ২০১৮ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর ২৫ শতাংশ হারে বাড়ছে ই-বর্জ্য। বণিকসভা অ্যাসোচ্যাম-এর ২০১৬ সালের সমীক্ষা অনুসারে, ভারতে ই-বর্জ্যের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টন। ভারতে মোট ই-বর্জ্যের প্রায় ১০ শতাংশ আছে এই বাংলায়। এই ই-বর্জ্য অনেকটাই প্লাস্টিকের। তার পরিমাণ ২০ শতাংশ। এই মুহূর্তে সমস্ত ই-বর্জ্যের ধাতু-অধাতু মিলিয়ে মাত্র ২০ শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাকি ৮০ শতাংশের মধ্যে আবার ২০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়নি। কারণ ই-বর্জ্যের প্লাস্টিকে রয়েছে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি এবং থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটের মিশ্রণ। এই বিষাক্ত উপাদান মাটিতে এবং জলে মিশে চক্রাকারে আসছে মানুষের শরীরে। শীঘ্রই দেশের প্রতিটি রাজ্যে বড় পরিসরে উদ্যোগ না করা হলে সঙ্কট বাড়বে। ই-বর্জ্য প্রাণী-স্বাস্থ্য এবং মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

আনন্দকথা

খুঁজে খুঁজে সেইদিকে তার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন — কারও হিংসা করো না, তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগ হয়ে গিছি!' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরও কারণ আছে, ভেবে দেখ।'

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অস্কার ফার্নান্ডেজ

১৯৩৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বানোয়ারিলাল জোশির জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অস্কার ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট বক্সিং খেলোয়াড় অখিল কুমারের জন্মদিন।*

প্রযুক্তির যুগেও দেওয়ালজুড়ে ভোটের লিখন

অশোক সেনগুপ্ত

'ভোট দিয়ে যা-/ আয় ভোটার আয়/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব/ গাই বিয়োলে দুধ দিব...।'
এ ধরণের রঙ্গরসের অনেক প্রচার লিখেছেন দাদাঠাকুর। এই নামেই বাংলা সাহিত্যের পাঠক চেনে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে (২৭ এপ্রিল, ১৮৮১ - ২৭ এপ্রিল, ১৯৬৮)। মুর্শিদাবাদের এই বরেণ্য রসিক মানুষটিকে নিয়ে লেখালেখি, চর্চা কম হয়নি। এখনও হয়ে চলেছে নিরন্তর।

সব দল প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও প্রকাশ করে উঠতে পারেনি। তা সত্ত্বেও লোকসভা নির্বাচনের দামামা ইতিমধ্যেই বেজে গিয়েছে। চারিদিকে চলছে লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচার। এই প্রযুক্তির যুগে যখন প্রবল প্রতাপে ভোটের প্রচার সামাজিক মাধ্যমে জায়গা করে নিচ্ছে, তখনও কিন্তু বহাল তবিয়তে রয়েছে দেওয়াল লিখন। এই লিখন নিয়ে আইন হয়েছে, আইন ভাঙাও হচ্ছে অহরহ। হচ্ছে মারামারিও।

ভোট প্রচারের মধ্যেই তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে গান বাঁধলেন কবিয়াল নিমাই হালদার। আর যা ইতি মধ্যেই নেট দুনিয়াতে ভাইরাল হল।

নিমাই হালদার কবিয়াল হলেও তিনি প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি গান বেঁধেছেন, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী খলিলুর রহমানকে নিয়েই।

দাদাঠাকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিবরামের মতোই ফিরে ফিরে আসেন তাঁর কথার কারিকুরি, রস-রসিকতা নিয়ে। ভোট এলে আরও বেশি করে মনে পড়ে তাঁকে। এ সময়ে ভোট নিয়ে তাঁর মজাদার ছড়া, কীর্তি-কাহিনি মনে পড়ে। এখনও অনেক জায়গায় পথচারীর নজর টানতে দেওয়ালে আঁকা হচ্ছে ছড়া ও সম্পর্কিত ব্যঙ্গচিত্র। এই চিত্রে কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও নরেন্দ্র মোদী। কখনও নৈর্ব্যক্তিক; 'চপ আমাদের শিল্প, অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ'। বড় করে এই লেখার সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্র। সৌজন্যে সিপিআইএম।

আজ থেকে পাঁচ দশক আগে দেওয়ালে 'ভোট দেবেন কিসে/ কাস্তে ধানের শীষে' বা এধরণের নানা লিখনের কথা মনে আছে এই প্রতিবেদকের। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যখন গলায় গলায় ভাব, দেওয়ালে লেখা হল 'দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই' স্লোগানের সঙ্গে অবশ্যই ছবি।

বাড়ির মালিকের লিখিত অনুমতি নিতে হবে, তবেই দেওয়াল লেখা যাবে। এই নিয়ম নির্বাচন কমিশন করে দিয়েছে। কিন্তু সেই নিয়মের তোয়াক্কা না-করেই খাস কলকাতা ও লাগোয়া দমদম, বিধাননগর, নিউ টাউন এলাকায় বহু দেওয়াল লেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অনুমতিপত্রের প্রতিলিপি স্থানীয় থানা ও মহকুমাশাসকের অফিসে জমাও দিতে হয়। কিন্তু অভিযোগ যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলো সেই নিয়ম মেনে চলে না।

গত বছর লোকসভা ভোটের সময়ে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দেওয়াল লিখনের বদলে আরও বেশি করে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার করার আর্জি জানিয়েছিল। কমিশনের বক্তব্য ছিল, দেওয়ালে লেখার ফলে শহরের সৌন্দর্য ধাক্কা খায়। এ বার তেমন প্রচার কমিশনের তরফে এখনও শুরু না হলেও অনুমতি ছাড়া লেখা হয়েছে এমন কিছু দেওয়ালপ্রচার ইতিমধ্যেই সাদা রং করে মুছে দিয়েছে প্রশাসন। কয়েক দশক আগে থেকেই সময় হাতে নিয়ে প্রথমে হত দেওয়াল দখল। বড় দেওয়ালের দুই কোণে ছোট করে রাজনৈতিক দলের নাম ও সালের উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হত ভোটের প্রচারে কারা ওই দেওয়ালে লিখবে। এই দখল নিয়ে অশান্তিও হত বিস্তর। দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে এখন জোর টক্কর এ রাজ্যের দুই প্রধান দল তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। এরই মধ্যে দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে নারকেলডাঙা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে গোলমাল বাধে। বিজেপির অভিযোগ, তারা আগে দেওয়াল লিখলেও সেখানে কালো রং করে দিয়েছেন শাসকদলের কর্মীরা। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে ওই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ৮৩ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস একটি দেওয়ালে এঁকেছে নরেন্দ্র মোদীর দুটি ছবি। বাঁদিকের মোদীর মুখে বসানো হয়েছে, অবিচারব্যবস্থা, ইসি, সিবিআই, ইডি, আইটি, গণমাধ্যম আমার হাতের মুঠোয়।দ ডানদিকের মোদী বলছেন, তবাকি রইল সুপ্রিম কোর্ট ও ইন্ডিয়ান আর্মি। তারপরই একনায়কতন্ত্র রাজ।দ এই মোদীর হাতে চেনবাঁধা তিনটি কুকুর। এগুলোর গায়ে পরিচয় হিসাবে লেখা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটের হিসেব অনেক জটিল। নানা ফ্যাক্টর সেখানে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। নিছক চোখ ধাঁধানো কোনও স্লোগান কিংবা মুচকি কার্টুনের সপাট মোচড় ভোট ব্যাংকে প্রভাব ফেলে না। তবে এর বিনোদন মূল্যকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। তাছাড়া এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়াও সহজ। সেটাকেই কাজে লাগায় দলগুলি। তৈরি হতে থাকে নিত্যনতুন সব গান। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়ে যায় কত অদ্ভুত সব স্লোগান। প্রতিটি নির্বাচনের স্মৃতির সঙ্গে যা মিশে যায় ওতপ্রোত ভাবে।

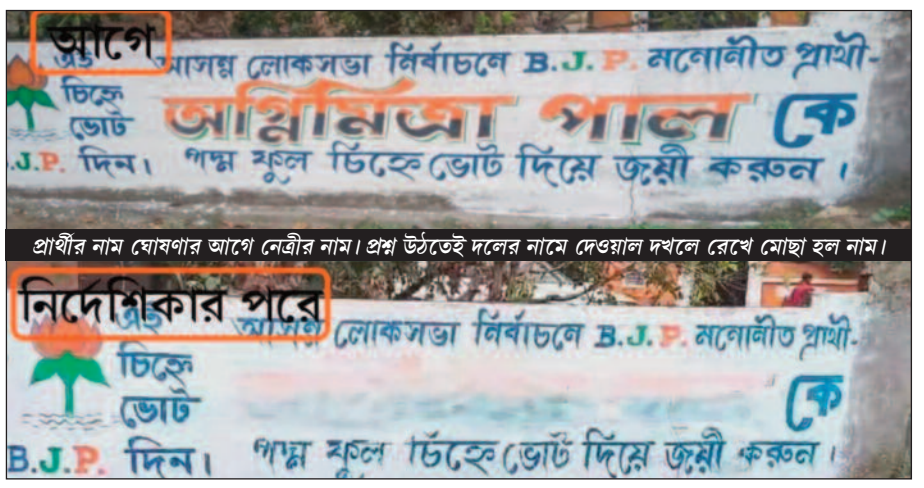

প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগে নেত্রীর নাম। প্রশ্ন উঠতেই দলের নামে দেওয়াল দখলে রেখে মোছা হল নাম।

নারী শক্তির উদ্ভাবনায় সমগ্র ভারতের শ্রীবৃদ্ধি

প্রদীপ মারিক

গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ যেমন পড়েন তেমন ই তিনি কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক কেও সম্মান করেন সর্বোপরি ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বার্থক প্রচেষ্টা করেন, এটাই নরেন্দ্র মোদি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা দিতে জানেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থার যেখানে সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমন ভাবে ক্ষমতা বণ্টন হয়ে থাকে যাতে উভয় প্রকার সরকার ই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন ভাবে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করতে পারে। মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করতে চায়। কিন্তু বর্তমান আঞ্চলিক দলের রাজ্য সরকার কি সেই নীতি মেনে চলছেন? কোন রকম যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়ম শৃঙ্খলা তোয়াক্কা না করেই রাজ্য কে পরিচালনা করতে চাইছে একটা রাষ্ট্র হিসেবে। প্রমাণ স্বরূপ রাজ্য সংগীত কি সেই ইঙ্গিত বহন করছে না? ক্ষমতাশীল রাজ্যের আঞ্চলিক সরকার যেন তাদের দলের নেতৃত্ব দের আড়াল করতেই ব্যস্ত, তারা শত দোষ করলেও যেন ধোয়া তুলসীপাতা! এর যে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু রাজ্য কেন সারা দেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। বুঝিয়ে দেবেন বাংলার মানুষ সৎ সাহস নিয়ে ভোট বাক্সে তাদের রায়ের মাধ্যমে। দিনের পর দিন সন্দেশখালিতে নির্যাতিতা মহিলারা যে ভাবে গর্জে উঠলেন তা দেখেও যে না দেখার ভান করেছে রাজ্যের ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দল, তার প্রভাব যে ইভিএম মেশিনে পড়বেই এটা একবারে নিশ্চিত। রামলালা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যে সর্ব ধর্মের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা মন থেকে মেনে নিতে পাচ্ছে না আঞ্চলিক দলের সরকার। রাজ্যের নৈরাজ্যের কথা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে যাচ্ছে, এটা কি বঙ্গের ভালো দিক উন্মোচন করছে? জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার বাংলা কথাটাই যে আজ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কোনো কিছু বন্ধক না রেখে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। সরকার এই ঋণের সুদও কম নেয়। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির (Scheduled Commercial Banks) মাধ্যমে SC এবং ST মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। এতে ১০ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মহিলা কোয়ার যোজনার (Mahila Coir Yojana) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ

দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মহিলাদের সুরক্ষার জন্য ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য মোট ১,১৭৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে একছাতা প্রকল্প যেগুলো হল, জরুরীকালীন সহায়তা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরির মানোন্নয়ন, ডিএনএ নিরূপন ব্যবস্থাপনা মজবুত করা, রাজ্যের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে সাইবার ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি, মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্তকারীদের ও মহিলা এবং শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলা যারা লড়ছেন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য হেল্প ডেস্ক এবং মানব পাচার প্রতিরোধ শাখা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। মহিলাদের জন্য আনা হল 'মহিলা মন্মানপত্র' ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পাবেন মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' বানাতে চায়। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা এই ড্রোন ভাড়ায় দিতে পারবেন কৃষকদের। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প যার নাম 'নয়ি রোশনি যোজনা '(Nari Roshni Yojana) । 'রোশনি' শব্দের অর্থ হল আলো। 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতোই। এবার নারীদের নতুন আলোর দিশা দেখাতেই এই নতুন প্রকল্প নিয়ে এসেছে মোদী সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা চালু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মূল উদ্দেশ্য হল মজুরি হ্রাসের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাতে মহিলারা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারে। উজ্জ্বলা ২.০ প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের ৭৫ লক্ষ বিনামূল্যে এলপিজি কানেকশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর দেশে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০.৩৫ কোটি। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্ব নারী দিবস আলাদা গুরুত্ব বহন করে। বিশ্ব নারী দিবস ইতিহাস শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরিবৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়, ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। সারা বিশ্বের সকল দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী শক্তির সাফল্যকে শ্রদ্ধা জানাবেন আজ বারাসতের লক্ষ নারীর উপস্থিত সভায়। লোকসভায় নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়াম পাস হওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক থেকে কম নয়। ৪৫৬ টির মধ্যে ৪৫৪ টি ভোটের অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেবল একটি আইন প্রণয়নের বিজয় নয়, বরং একটি সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে মোদি সরকার ই বুঝেছে দেশের উন্নয়ণের জন্য সার্বাগ্রে প্রয়োজন নারীদের ক্ষমতায়ন। অর্থ এবং সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের সামিল করতে পারলেই দেশের উন্নতি। আর এই নারীরা লাঞ্ছিত হলে মোদির মতোই সমগ্র দেশ গর্জে ওঠে, সন্দেশখালি তার প্রমান, কারণ মোদি অন্যায় করেন না অন্যায় কারীদের ছাড়েন ও না। সমাজের সর্ব স্তরের নারীদের মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার দায়িত্ব এনডিএ সরকারের, এটাই মোদির গ্যারান্টি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাংলায় ভোটে অশান্তির জন্যই আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: 'বাংলাতে ভোট হবে আর অশান্তি হবে না এটা তো হয় না, তাই আগে থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী' মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের ১০৮ শিব মন্দিরে পুজো দিতে এসে বললেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

বিজেপি নেতৃত্ব লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই সামনে আসে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তারপরেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোমবার বর্ধমানে পৌঁছন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোমবার দুর্গাপুরে দোলযাত্রায় অংশগ্রহণ করে মঙ্গলবার সকালে বর্ধমান শহরের ১০৮ শিব মন্দিরে পুজো দেন দিলীপ ঘোষ।

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বাংলায় ভোট হবে আর অশান্তি হবে না এটা তো হয় না, তাই আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় মোতায়েন করা হয়েছে। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ কোথায় আছেন? হয়তো জানেন না তিনি চোর, তোলাবাজ ও কাটমানি খোরদের সঙ্গে খেলছেন। কোন পিচে নেমেছেন উনি জানেন না। আগে কোথায় ভাতার,মন্তেশ্বর সেটা তো চিনুক।' ১০৮ শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে দিলীপবাবু বড়নীলপুর ফ্রেন্ডস ক্লাবে চলে যান সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের সঙ্গে দোল খেলতে। সকলের সঙ্গে দোল খেলা শেষে তিনি তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলা শিখতে শিখতে ভোট পার হয়ে যাবে।'

বর্ধমানের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে করমর্দনে গো ব্যাক স্লোগান দিলীপ ঘোষকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: হোলির মিলন উৎসবে বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিবশংকর ঘোষের সঙ্গে হাত মেলাতে আসেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর এরপরেই বচসা, গো ব্যাক স্লোগান দেন তৃণমূলের কর্মীরা। এনিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।বর্ধমান শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আম বাগানে হোলি মিলন উৎসবে মঙ্গলবার আসেন বিজেপির বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিবশংকর ঘোষ। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে আসেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। হাত মেলানোর পরে বচসার সৃষ্টি হয় দুই দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। এরপরেই সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে যান দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন দিলীপ ঘোষকে।

লরির ধাক্কায় ব্যক্তির মৃত্যুতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: লরির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার বাগনানের বাঙালপুর মোড়ে। মৃতের নাম তাপস কর্মকার। বয়স ৫০ বছর। বাড়ি বাঙালপুর মোড় এলাকায়।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরবেলা টলিতে চেপে তিনি পিলার কিনে বাড়ি যাচ্ছিলেন। আচমকাই একটি লরির চাকার সামনে পড়ে যান এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়। এরপরেই ওই এলাকায় বেপরোয়া লরি চলাচলের অঅভিযোগে, তা বন্ধের দাবি ও ট্র্যাফিক পুলিশের দাবিতে পথ অবরোধ করে স্থানীয়রা। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে রেখে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছতেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে উত্তেজিত জনতা। দীর্ঘক্ষণ বাগনান আমতা রোড পথ অবরোধ করে রাখে। পরে র‍্যাফ দিয়ে উত্তেজিত জনতাকে হটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার তাবুভেঙে গুরুতর জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: গত ২০ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিএসএসএ স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভার তাঁবু খোলার কাজ করছিল একাধিক শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই তাবুর স্ট্যান্ড ভেঙ্গে হুড় মুড়িয়ে পড়ে মাটিতে। গুরুতর জখম দুই শ্রমিক। আহত একাধিক। দুজন কে উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে কিভাবে ভেঙে পড়ল এই তাবু? না এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে। সবটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দিলীপদার আশীর্বাদ নিয়েই মেদিনীপুরে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার মেদিনীপুরে পৌঁছে কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, 'মেদিনীপুর আন্দোলনের ভূমি। কী ভাবে আন্দোলন করতে হয় তা সারা ভারতবর্ষকে শিখিয়েছে। এখানকার মানুষ যে ভাবে আমাকে ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে স্বাগত জানালেন, তাতে আমি অভিভূত।' তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রার জবাব, 'তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা সিপিএমের কে প্রার্থী হচ্ছেন তা আমার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের লড়াই নীতি আদর্শের। তৃণমূলের যে অত্যাচার, দুর্নীতি, মহিলাদেরকে অসম্মান করা, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই। আমরা কথা দিয়েছি, ইসবার ৪০০ পার, সেই কথা যেন আমরা রাখতে পারি। মেদিনীপুর সহ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৪২টি আসনেই আমরা জিতব।'

দিলীপ ঘোষকে সম্মান জানিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'দিলীপদার হাত ধরে আমি পার্টিতে এসেছি। রাজনীতিতে আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ আমি বিজেপিতে যোগ দিই। একবছরের মধ্যে দিলীপদা আমাকে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী করেন। সেই দিলীপদার আশীর্বাদ নিয়েই আমি তাঁর সংসদ এলাকায় লড়তে এসেছি। অবশ্যই জিতব।'

মহাপ্রভুর জন্মের সন্ধিক্ষণে ইসকনে পালিত মহাভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গৌড় পূর্ণিমার দিন ভগবান শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মের সন্ধিক্ষণে মায়াপুর ইসকনের পৃথক তিনটি মঞ্চে সম্পন্ন হল বিগ্রহের মহাভিষেক অনুষ্ঠান। ইসকনের দেশি-বিদেশি ভক্তরা সারাদিন উপবাস থেকে এই মহাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। দুধ দই ক্ষীর মধু গঙ্গাজল বিভিন্ন প্রকারের ফলের রস দিয়ে স্নান করানো হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সহ অন্যান্য বিগ্রহদের। অভিষেক শেষে পুষ্পবৃষ্টিতে ঢেকে গেল সমস্ত বিগ্রহ।

এটি শুধু ইসকন ভক্তরাই নন, মহা অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস থেকে শুরু করে নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর এমনকি কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট কেন্দ্রের দুই বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার এবং অমৃতা রায়। রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে ইসকনের মহা অভিষেক অনুষ্ঠান যেন মিলিয়ে দিল সকলকে।

এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, গৌড় পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ৩২ দিনব্যাপী চলছে এই অনুষ্ঠান। বিশেষ করে রং দোলের দিন তিনটি পৃথক মঞ্চ থেকে মহা সমারোহে হয়ে চলল মহা অভিষেক অনুষ্ঠান। এই মহা অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন। ইসকন ভক্তরা সমগ্র দিন উপবাস করে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

ফাগুন লেগেছে বনে বনে...। বসন্ত উৎসবে রঙ খেলায় মেতেছিল কচিকাঁচারা। পূর্ব বর্ধমান থেকে প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

নবদ্বীপে মহাপ্রভু মন্দিরে পালিত অন্নপ্রাশন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় জন্ম নিয়েছিলেন মহাপ্রভু। আর দোলের পরের দিন মহা সমারহে অনুষ্ঠিত হল মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান। এ বছরও ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে অসংখ্য ভক্ত সমাগমে আয়োজিত হল ৫৬ ভোগ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রীমান মহাপ্রভুর শুভ অন্নপ্রাশন। মঙ্গলবার ভোর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে শ্রীমান মহাপ্রভুর শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান উদযাপনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে ৫৬ রকমের সবজি, মিষ্টি সহ অন্যান্য সামগ্রীর আয়োজন করা হয়। হাজারও ভক্তের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরবেলা থেকে শুরু হয় শ্রীমান মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান। মহাপ্রভুর অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করা হয় মহামূল্যবান পাত্রে। সাধারণত রুপো, পিতল, কাঁসার বাসনে পরিবেশিত হয় একাধিক পদ।

অন্ন, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, মিষ্টান্ন, তরকারি, ভাজা, পুরি, নিমকি, চাটনি সহ একাধিক পদের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় হয় মহাপ্রসাদ বিতরণ। বিগত একমাস ধরে শুরু হয়েছিল ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে দোলযাত্রা বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম আবির্ভাব তিথি উদযাপন। যদিও অন্নপ্রাশন উৎসব সূচনার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ নেই। তবে শোনা যায়, মহাপ্রভুর সেবায়েত শচিনন্দন গোস্বামীর সময় থেকে এই উৎসব জাঁকজমক আকারে পালিত হয়ে আসছে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উত্তরাধিকার সেবায়েতরাই এই উৎসবের আয়োজন করে আসছেন বলে জানান সুদিন গোস্বামী, জয়ন্ত গোস্বামীরা।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
শান্তিনিকেতন শাখা
পোস্ট- শান্তিনিকেতন, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২৩৫. পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ৮০০১১ ৯৫২৭৭/০৩৪৬৩-২৬১২২৪

এসবিআই গাড়ীর অকশন বিজ্ঞপ্তি

গাড়ির নিলাম

ব্যাংকের দখলে নেওয়া হাইপোথেকেটেড গাড়ি খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে ০৫.০৪.২০২৪ **(শুক্রবার)** তারিখে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ০৫.০৪.২০২৪ **(শুক্রবার) সকাল ১০.৩০ থেকে বেলা ১২.৩০** -এর মধ্যে নিলামের ভেন্যুতে ব্যক্তিগতভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খোলা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল ৪টার** মধ্যে এসবিআই, শান্তিনিকেতন শাখা প্রেমিসেসে।

গাড়ির বিশদ

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (বায়না জমারিজার্ভ মূল্যের @ ১০%)
১.	নির্মাতা: মারুতি সুজুকি মডেল: মারুতি সুজুকি সুইফ্ট ডিজায়ার VXI গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নং: WB 4BF 5619 চেসিস নম্বর: MBHCZFB3SND251471 ইঞ্জিন নম্বর: K12NP4097962 উৎপাদনের বছর: ২০২২	৫,২০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)	৫২,০০০.০০ টাকা (বাহান্ন হাজার টাকা মাত্র)

গাড়িটি **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে"** নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা **"এসবিআই শান্তিনিকেতন"** অনুকূলে (নগদ গৃহীত হবে না ০৫.০৪.২০২৪ **তারিখে দুপুর ১.০০টার** আগে নিলামস্থলে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ **"বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম"** জমা করে হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে **'বিক্রি শংসাপত্র"** প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ বিড-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ঋণগ্রহীতাদের নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
(ঘ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঙ) **ব্যাঙ্ক** কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
(চ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার **ব্যাঙ্ক** কর্তৃক সংরক্ষিত।
(ছ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **এসবিআই শান্তিনিকেতন শাখা,** বা অন্য এসবিআই শাখা/অফিসার কোনও ভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য
(ছ) গাড়ির নিলামের স্থান **এসবিআই, শান্তিনিকেতন শাখায়** হবে।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : শান্তিনিকেতন, বোলপুর **এসবিআই, শান্তিনিকেতন শাখা**

LOST AND FOUND

The general public is Informed that my client ALOKE AGARWALLA son of Shrl Basant Kumar Agarwalla resident of 83/2/1, Topsia Road (South), Continental Building, 4th Floor, Room -405, Kolkata, West Bengal has lost the following original deeds belonging to Aloke Agarwalla HUF (Karta Aloke Agarwalla) And Ravi Agarwalla Huf (Karta Renu Agarwalla after the death of Karta Ravi Agarwalla son of Shri Basant Kumar Agarwalla) of Industrial converted land located at Village Dantri, District Dudu, State Rajasthan which was registered with sub registrar Mozmabad (Rajasthan)

Owner Name	Khasra Number	Registration Sr. No.	Registration date No.	Previous sellers original documents Sr. No.	Registration Date
Ravi Agarwalla HUF	797/1, 798/2	2013006873	27.11.2013	2012005175	31.10.2012
Ravi Agarwalla HUF	797/1, 798/2	2013006945	05.12.2013	1012005176	31.10.2012
Aloke Agarwalla HUF	795/2, 796/2, 797/2	2313006876	27.11.2013	2012005338	09.11.2012
Aloke Agarwalla HUF and Ravi Agarwalla HUF	795/2, 796/2, 797/2	2313006875	27.11.2013	2012005338	09.11.2012

The above mentioned original documents which have been lost are in the jurisdiction of police station Topsia, West Bengal are registered as missing in the police station Topsia, Kolkata, GOE No. 1258 dated 18.10.2023 has been registered.

Prateek Mehta
Advocate
Bohra House, Sadar Bazaar, Old City, Kishangarh,
Distt. Ajmer (Rajasthan)
Place : Rajasthan
Date : 24.03.2024
Advocate.prateek@gmail.com, 9828154336, 01463246169

ফর্ম জি (সময়ের সম্প্রসারণ)
সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
ট্রেডিং, শোরুম কম্পিউটার রিটেলার,
মোবাইল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহে নিযুক্ত- আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্র.নং.	প্রাসঙ্গিক বিশদ	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** Pan No. AAGCS2217N CIN No. U51900WB1995PTC074040
২.	২. রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪০এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২
৩.	৩. ওয়েবসাইটের ইউআরএল	**https://www.savera.co.in/news-media/**
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	৫. প্রধান পণ্য / পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	(বর্তমানে কোনও কার্যাদি নেই) শোরুম এবং কম্পিউটার এবং অন্যান্য সংযুক্ত পণ্য ব্যবস্থায় নিযুক্ত
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/ কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ আরও বিশদ বিবরণ, ঋণদাতাদের তালিকা ইউআরএল এ উপলব্ধ-	আর্থিক বিবরণ পাওয়া যাবে **https://www.savera.co.in/news-media/** ক্রেডিটরের তালিকা **https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/ U51900WB1995PTC074040**
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	**https://www.savera.co.in/newséôémedia/**
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৫/০৩/২০২৪, **বর্ধিত** -০৪/০৪/২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৪/০৪/২০২৪, **বর্ধিত- ১৪/০৪/২০২৪**
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৯/০৪/২০২৪, বর্ধিত- ১৯/০৪/২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯/০৪/২০২৪, **বর্ধিত- ২৯/০৪/২০২৪**
১৪.	মেমোরান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৪/০৪/২০২৪, **বর্ধিত- ০৪/০৫/২০২৪**
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪/০৫/২০২৪, বর্ধিত- ০৩/০৬/২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirp.saveradigital@gmail.com**

স্বা-
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/P-P00389/2017-18/10707
এএফএ বৈধ ০৭.১২.২০২৪ পর্যন্ত
সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৩
রেজি ইমেল **egress.rac@gmail.com**
প্রসেস ইমেল আইডি : **cirp.saveradigital@gmail.com**
গত আর্থিক বর্ষের পরবর্তী বিস্তারিত সহ
তারিখ : ২৭.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ফর্ম জি
সিগমা-সি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
বিল্ডিং কমপ্লিশনে কাজ করা এমন ক্রিয়াকলাপগুলি সহ কলকাতায় নির্মাণ কার্যক্রমের সম্পূর্ণতা বা সমাপ্তিতে অবদান রাখে এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ (ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে

	প্রাসঙ্গিক বিশদ	
১.	কর্পোরেটে ডেটরের নাম প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ	সিগমা-সি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইএন নম্বর: U45400WB2012PTC186379)
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	রেজিস্টার্ড ঠিকানা- ৫২এ শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭।
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থায়ী সম্পদের অবস্থানের বিবরণ	সুরতগড়, রাজস্থান
৫.	প্রধান পণ্য / পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	উপলব্ধ নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/ পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	উপলব্ধ নয়
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	০
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), ঋণদাতাদের তালিকা, প্রক্রিয়ার পরবর্তী ইভেন্টগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ সহ আরও বিশদ এখানে উপলব্ধ-	বিস্তারিত জানার জন্য, যোগাযোগ করুন cirp.sigma23@gmail.com তে
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা এখানে উপলব্ধ -	রেজোলিউশন প্ল্যান(গুলি) জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশের জন্য বিশদ আমন্ত্রণে যোগ্যতার মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন cirp.sigma23@gmail.com -তে
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১১ এপ্রিল, ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৭ এপ্রিল, ২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২২ এপ্রিল, ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যু করার তারিখ	২৬ এপ্রিল, ২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারি করার তারিখ	০১ মে, ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩১ মে, ২০২৪
১৬	ইওআই জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া জন্য ইমেল আইডি	cirp.sigma23@gmail.com

স্বা/-
অরুণ পোদ্দার
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
সিগমা সি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
আইবিবিআই নিবন্ধিত নং: **IBBI/IPA-001/IP-P02237/2020-2021/13387**
আইবিবিআই নিবন্ধিত ঠিকানা: ১ম ফ্লোর, ১৪৪বি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, রাস বিহারী মোড়ের কাছে, পোস্ট অফিস: কালীঘাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২৬
তারিখ: ২৬.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : cs@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.০৪.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য ব্রত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত / দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী **গঠনমূলক দখলীকৃত ১২.০৪.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে ৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা **(চার কোটি একান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা) ২৭.০৭.২০২৩ পর্যন্ত গণনা করা সুদ যুক্ত** সহ পরবর্তী আরও সুদ এবং খরচ যা সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া প্রাপ্য আদায় করা হবে **মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা** - গ্রাম খাদালগোবরা, পো এবং থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৪২৮ **এবং** পদ্মপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা প্রয়াত অমূল্য চরণ সামন্ত **এবং শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী শ্রী শুভাশিস সামন্ত **ঠিকানা:** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল-বি৪, হাটাবারি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১ -এর কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ১০৮০ বর্গফুট ৪র্থতলে, বি ব্লক, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন এবং দ্রব্যাদি। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন আর সি সি কলাম ফাউন্ডেশন একতলা এবং তদস্থিত তিনতলা বেসমেন্ট সহ ৭০ বর্গফুট নং ২ চিহ্নিত পার্কিং এরিয়া হিসেবে। সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, পিআর এলআর খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা হাটাবারি, ওয়ার্ড নং ৯, এডিএসআর অফিস, কাঁথি-১, পরগনা মাজনামুথা, থানা কাঁথি, কাঁথি পুরসভা, **দলিল নং ২১২৮/২০১১,** অনুযায়ী শুভাশিস সামন্তর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ২৪.৩০,০০ টাকা, বায়না জমা ২,৪৩,০০০, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।
সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস দাগ নং ৬৫০ এবং ৬৫১, এলআর দাগ নং ৭০৩ এবং ৭০৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, ১৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০, মৌজা পদ্মপুকুর, ওয়ার্ড নং ১৮, এডিএসআর কাঁথি-১, থানা কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, **দলিল নং ৬১৪৭/২০১১,** অনুযায়ী সম্পত্তি শুভাশিস সামন্তর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ৮৯,৮০,০০০ টাকা বায়না জমা ৮,৯৮,০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।
সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১৯ ডেসিমেল মৌজা ফরিদপুর, জেএল নং ৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২, এলআর দাগ নং ১২১৪, থানা কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, **দলিল নং ৮৪১৬/২০০৯** অনুযায়ী শুভাশিস সামন্তর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ১১,১২,০০০ টাকা, বায়না জমা ১,১১,২০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৫.০৪.২০২৪ — এসএআরবি ফাইল নং ১৯৪৭৩/এইচকেটি, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ: ২৭.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ
শ্রী সাই কার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড
মোটর গাড়ি, ট্রেলার এবং সেমি-ট্রেলার তৈরিতে কাজ করছে জামশেদপুরে যার অফিস কলকাতায় রয়েছে
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি রেগুলেশনস্ ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬)

বিবরণ

১.	**প্যান / সিআইএন / এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম**	**সাই কার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড** **CIN :** U34103WB2008PTC126978
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	রুম নং-৪, ফ্ল্যাট নং-এল৬২/০৫০৬ বিল্ডিং নং- এল (৬২-৬৩) ফেজ-৪, স্ত্রীহা ব্লক, সুখবৃষ্টি, ফেজ-২এ, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৩৫।
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	স্থায়ী সম্পদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেখানে অবস্থিত সেই জায়গার বিবরণ	বাণিজ্যিক জমি ও ভবন যার অবস্থান- ১) প্লট নং ১০৩৬ জমির পরিমাপ ৯ কাঠা ৬.৫ ধুর ২) প্লট নং ১০৩৬ জমির পরিমাপ ৮ কাঠা ৮ ধুর; ৩) প্লট নং ১০৩৭ জমির পরিমাপ ১২ কাঠা ১৬ ধুর; (মোট ১ বিঘা ১০ কাঠা ১০.৫০ ধুরস অর্থাৎ ৩০.৫৫ কাঠা), সকলই কাঠা নং ৩২৬ অধীন, মৌজা পারিডিহ, ওয়ার্ড নং ৯, জেএনএসি, ম্যাঙ্গো, থানা- ম্যাঙ্গো, এনএইচ-৩৩, জামশেদপুর কোম্পানির মালিকানাধীন।
৫.	প্রধান পণ্য/ পরিষেবাগুলির ইনস্টল ক্ষমতা	উপলব্ধ নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাদির পরিমাণ ও মূল্য	সর্বশেষ উপলব্ধ নিরীক্ষিত আর্থিক বছর ২০২১-২২ বিবৃতি অনুযায়ী-পরিমাণ/পরিষেবা- উপলব্ধ নয়, অপারেশন থেকে আয় আইএনআর ৬৭,৪০,৪৯,৭৩৫/-
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	উপলব্ধ নয়
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ আরও বিশদ,পাওনাদারদের তালিকা ইউআরএল -এ পাওয়া যায় :	https://drive.google.com/drive/folders/1t8 HpvdmmdlTZcCUhBIQirp1Xs8qxdEJP? usp=drive_link
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা ইউআরএল -এ পাওয়া যায়:	https://drive.google.com/drive/folders/1t8 HpvdmmdlTZcCUhBIQirp1Xs8qxdEJP? usp=drive_link
১০.	আগ্রহপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখ	**১১ এপ্রিল, ২০২৪**
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	**২১ এপ্রিল, ২০২৪**
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমার শেষ তারিখ	**২৬ এপ্রিল, ২০২৪**
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	**৬ মে, ২০২৪**
১৪.	তথ্য স্মারকলিপি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ	**১১ মে, ২০২৪**
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**১০ জুন, ২০২৪**
১৬.	ইওআই জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়াকরণ	**cirpsrisaicarsales@gmail.com/ pratimbayal@gmail.com**

প্রতীম বায়াল
শ্রী সাই কার সেলস প্রাইভেট লিমিটেডেএ রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজি নং- IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
আইবিবিআই নিবন্ধিত ঠিকানা- ১৮/১ তারাপুকুর মেইন রোড, ঘোষ পাড়া, আগরপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০৯
চিঠিপত্রের ঠিকানা- সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ ফ্লোর, রুম নং ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০।
তারিখ: ২৭.০৩.২০২৪ **ইমেইল-** cirpsrisaicarsales@gmail.com / pratimbayal@gmail.com
স্থান: কলকাতা **এএফএ নং:** AA3/12385/02/041224/301047 । **বৈধতা-** ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

খানাকুলে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূলের প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, জোর করে তৃণমূল প্রার্থীকে গেরুয়া আবির মাখানোর চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে উত্তেজনা চরমে পৌঁছলে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করে তৃণমূল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুলে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির প্রধান।

খানাকুল ১ নম্বর ব্লকে প্রচারে গিয়ে বাধার অভিযোগ তুলেছেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগ। বিজেপি প্রধান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার খানাকুল ১ ব্লকে প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন আরামবাগ লোকসভার তৃণমূলপ্রার্থী মিতালী বাগ। অভিযোগ, দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগর পশ্চিমপাড়া গ্রামে যেতেই বাধার মুখে পড়েন তিনি। খানাকুল ২ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী দাস ও তাঁর অনুগামীরা গ্রামে ঢুকতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এমনকী তৃণমূলপ্রার্থীকে গেরুয়া আবির মাখানোর চেষ্টা করে। ঘটনায় শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। পরে ঘটনার প্রতিবাদে ওই এলাকাতেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন প্রার্থী সহ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খানাকুল থানার পুলিশ।

থানায় অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের উন্নয়নে ভয় পেয়ে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। তিনি বলেন, 'বিধানসভা অনুযায়ী খানাকুলে প্রচারের এসেছিলাম। খানাকুলের কৃষ্ণ নগরে প্রচারে যাই। খানাকুল ২ নম্বর অঞ্চলের প্রধান সরস্বতী দাসের বাড়িতে যাই। এক গ্লাস জল খাব বললাম। কিন্তু উনি জল না দিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন, এখানে কিছু উন্নয়ন হয়নি। উনি তো একটা দলের প্রধান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত মানুষের প্রধান। যে রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছেন সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের করা। জল চাইলাম। কিন্তু ওনার সামান্য সৌজন্যবোধও নেই। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।'

অন্য দিকে, তৃণমূলে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেন বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান সরস্বতী দাস। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত তৃণমূলের উপর। মানুষের দুর্দিনে দেখা যায় না ভোটের সময় ভোট চাইতে চলে আসে। তাই বাধার মুখে পড়েছেন।'

লোকসভা নির্বাচনে 'প্রাক্তন' জামাই শ্বশুরের লড়াই দেখবে শ্রীরামপুর

বনস্পতি দে ● শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুরের তৃণমূলের পোড়খাওয়া প্রার্থী আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কবীরশঙ্কর বোসকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। শ্রীরামপুরের রাজনৈতিক ময়দানে প্রচারে ঝড় তুলছেন দু'জনেই। কবির শঙ্কর বোস, নিজেও একজন আইনজীবী। পেশায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কবীরশঙ্কর। শ্রীরামপুরে কিন্তু দিল্লিবাড়ি লড়াইয়ের নেপথ্যে রয়েছে একটি পারিবারিক লড়াইও। কারণ ঘটনাচক্রে কবীরশঙ্কর বোস কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন জামাই। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কবীরবাবুর। ২০১৭ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

২০১০ সালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রমিতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যদিও সেই বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ২০১৭ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০১৯ সালে রাজনীতির ময়দানে পা দেন তিনি। এবার প্রাক্তন শ্বশুর মশাইয়ের বিরুদ্ধেই প্রার্থী কবীর। তবে জানা গিয়েছে, কবীরের বিরুদ্ধে তালতলা ও শ্রীরামপুর থানায় তিনটি ক্রিমিন্যাল কেস রয়েছে। এবার পূর্বতন শ্বশুরের বিরুদ্ধে ময়দানে তিনি। এর আগেও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে, তখনও তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন প্রাক্তন জামাতা।

নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সালে কবীরশঙ্করের আয় ছিল ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১০ টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯১ হাজার ও স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ২০০৬ সালে তিনি সুইৎজারল্যান্ডের লসেন বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড থেকে এলএলবি পাশ করেন। ২০০৬ সালে সুইৎজারল্যান্ড থেকে এমবিএ পাশ করেন। গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয় কবীরশঙ্কর বোসকে। তবে সেই নির্বাচনে তিনি প্রায় ২৩ হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী ডা. সুদীপ্ত রায়ের কাছে পরাজিত হন। যদিও এরপর আর তাঁকে শ্রীরামপুরে দেখা যায়নি। এবার 'প্রাক্তন' জামাই-শ্বশুরের লড়াই দেখবে শ্রীরামপুর।

হোলির দিন সিউড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হোলি খেলে জন সংযোগের মাধ্যমে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে প্রচার সারলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

বসন্ত উৎসবে রঙিন সিউড়ি

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

ঋতুরাজ বসন্তের আগমন মানেই প্রকৃতিতে লাগে রঙের ছোঁয়া। এই রঙের ছোঁয়াকে আরও বাড়িয়ে তোলে পলাশের রক্তিম আভা। পলাশের আগমনের সঙ্গে বেজে ওঠে দোল পূর্ণিমা ও রঙের উৎসব 'বসন্ত উৎসবে'র সুর। এই বসন্তের আবাহনে মেতে,'রং যেন মোর মর্মে লাগে,আমার সকল কর্মে লাগে', এই ভাবনায় নিজেদের মেলে ধরতে ও নিজেদের রাঙিয়ে তুলতে সোমবার সকাল থেকেই রঙিন সাজে সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রভাত ফেরি আর নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে সূচনা। বসন্ত যাপনের সিউড়ি কলেজপাড়া রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে পালিত হল বসন্ত উৎসব।

একই ভাবে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে গণকণ্ঠ শাখার উদ্যোগে বসন্ত বন্ধন উৎসব হয়। সকাল থেকেই নাচে গানে মুখরিত ইরিগেশন কলোনি মাঠ চত্বর। রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার প্রভাত জ্যোতির্ময়ী কলেজে অনুষ্ঠিত হল 'সম্প্রীতির বসন্ত উৎসব'। হোলিকা দহনের প্রতীকীকে মাথায় রেখে, সকল অশুভ চিন্তাভাবনা, ষড় রিপুকে মাঠের মধ্যে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নিয়ম মেনেই 'খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল' গানের সুরে প্রভাত ফেরি শুরু করেন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা।

মূল মঞ্চেও নানান ধরনের নৃত্য ও গীত পরিবেশন করা হয়। ধর্ম ভেদ ভুলে সকলকে এক সূত্রে বাঁধতে ও নিজেদের চিন্তন মননে সকল শুভকর্মে রঙের ছোঁয়া দিতে এই আয়োজন বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমিয়তোষ ঘোষ। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গুণীজনেরাও। তাঁদের কথায়, গানেও মুখরিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।

সিউড়ি কলেজ পাড়ায় রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে দোলযাত্রা উপলক্ষে নগর পরিক্রমা।

সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে বসন্ত বন্ধন উৎসব।

কালবৈশাখীর দাপটে ডুবল নৌকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সোমবার রাতে কালবৈশাখীর ঝড়ে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ডিহিমগুলঘাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইবেনিয়ার মৎসজীবী গণেশ দোলুইয়ের একমাত্র ইঞ্জিন চালিত নৌকোটি রূপনারায়ণ নদের খালে শশাটি বাংলোর কাছে জলের স্রোতে ডুবে যায়। সেই সময়ে নৌকোতে ছিলেন গণেশবাবু ও তাঁর ছেলে। তীব্র ঝড় বৃষ্টিতে নৌকোর নোঙর ছিঁড়ে যায়। প্রাণ হাতে করে সাঁতরে পারে ওঠেন তাঁরা। পরে মঙ্গলবার এলাকার লোকজন গিয়ে শশাটি থেকে নৌকোটি দশ ফুট জলের নীচে থেকে তোলেন। একমাত্র নৌকো ভেঙে যাওয়ায় এবং লক্ষাধিক টাকার জাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আতান্তরে ওই মৎস্যজীবী সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন সরকারি দপ্তরে।

বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বিক্ষোভ সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বিজেপি বঙ্গের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতেই দেখা গিয়েছে গত একমাসে সংবাদের শিরোণামে উঠে আসা সন্দেশখালি, অর্থাৎ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে গৃহবধূ রেখা পাত্রকে। জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির এই গৃহবধূ শেখ শাহজহাহান থেকে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর হিসেবে রেখা পাত্রর ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল সন্দেশখালিতে। পোস্টারের বক্তব্য, সন্দেশখালির আন্দোলনকারী মানুষেরা রেখা পাত্রকে চান না। সেখানে লেখা ছিল, 'বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রেখা পাত্রকে চাই না।' পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা, পড়াশোনা- সহ একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অন্যান্য মহিলাদের দাবি, রেখার চেয়ে যোগ্য নেত্রী সন্দেশখালিতে আরও অনেকে ছিল। তাঁদের বাদ দিয়ে রেখাকে লোকসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিজেপির প্রার্থী করাই ঠিক হয়নি। তাই তাঁরা রেখাকে কোনও মতেই সমর্থন করবে না।

এদিকে, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ হলেও, তাঁকে দিয়েই বিশেষত মহিলাদের মন জয়ের চেষ্টা করছে বিজেপি। প্রার্থী ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্বয়ং রেখাকে ফোনও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে শক্তিস্বরূপা বলে সম্বোধনও করেছেন। তবে রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে যে পোস্টার পড়েছে সেকথাও ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এ বিষয়ে রেখাকে প্রশ্ন করেছেন তিনি, এমনটাও জানা গিয়েছে। তাতেই রেখার উত্তর ছিল তৃণমূলের চাপে কয়েকজন মহিলা সেটা করলেও, ভবিষ্যতে করবেন না।

ভারতীয় সীমান্তে পাচার চক্র রুখল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে ভারতীয় সীমান্তে পাচার চক্র আটকালেন বিএসএফের জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে খবর, পাচারকারীদের বোমা, গুলির মোকাবিলায় কর্তব্যরত বিএসএফের জওয়ানরা রুখে দাঁড়ান। এরপরই বিএসএফের গুলিতেই মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। বাকি দুষ্কৃতীরা বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যায় বলে। দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশি বলে দাবি বিএসএফের। মঙ্গলবার ভোরে দোল উৎসবের মুহূর্তে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেদারিপাড়া এলাকায়।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পর মৃত বাংলাদেশি চোরা কারবারির দেহ উদ্ধার করে বিএসএফ। পরে মৃতদেহটি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জানা যায়নি। তবে মৃতের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশের বাসিন্দা হিসাবেই প্রাথমিক ভাবে সনাক্ত করা হয়েছে মৃতকে। এদিন ১৫ থেকে ২০ জনের একটি সশস্ত্র বাংলাদেশি চোরা কারবারি দল গোরু পাচারের উদ্দেশ্যে হবিবপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা কেদারিপাড়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালায়। সেই সময় কর্তব্যরত ১৫৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা দুষ্কৃতীদের অবৈধ অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। তখনই বাংলাদেশি চোরা কারবারির দল বিএসএফকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি বোমা এবং গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বিএসএফ জওয়ানদের রুখে দাঁড়াতে হয়। দু'পক্ষের গোলাগুলিতে একজন বাংলাদেশি চোরা কারবারির মৃত্যু হয়। এরপরই পরিস্থিতি বেগতিক দেখেই বাংলাদেশি চোরা কারবারির দল ওপার সীমান্তে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

এদিকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের হবিবপুর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরা কারবারিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়াতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানিয়েছেন, 'সীমান্ত প্রহরায় রয়েছে বিএসএফ বাহিনী। কিন্তু ওপার সীমান্ত থেকে দুষ্কৃতীরা শুধু চোরা কারবারি নয় , অন্য ধরনের অপরাধমূলক পরিকল্পনায় এপাড় সীমান্তে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। পুলিশ, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এব্যাপারে সতর্ক থাকার দাবি আমরা জানিয়েছি।'

বিজেপির উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা সংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, 'বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত প্রহরায় সক্রিয় রয়েছেন। ফলে ওপার থেকে আসা দুষ্কৃতীরা কোনও ভাবেই ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, তার প্রমাণ এদিন মিলেছে। লোকসভা নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় সে দাবি আমরা প্রথম থেকেই করে আসছি। পুলিশ, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সজাগ রয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, অভিযোগ খুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: দত্তপুকুরের বুলবুল কমিউনিটি হলের মালিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। খুনের অভিযোগ তুলে ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক কাঠের গুড়ি ফেলে অবরোধ করে এলাকার মানুষজন। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

মৃতের নাম সমীর পাল। বয়স ৬৩। দত্তপুকুর থানার টালিখোলা বুলবুল কমিউনিটি হলের মালিক তিনি। কমিউনিটি হলের পাশেই একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এলাকার মানুষের দাবি তাঁকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে মঙ্গলবার ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক কাঠের গুড়ি ফেলে অবরোধ করে এলাক এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃতদেহ যেভাবে দেখতে পেয়েছেন তাঁরা, তাতে নিশ্চিত তাঁকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসের অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত সমীর পাল রামোজি ফিল্ম সিটির একজন আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। দত্তপুকুর এলাকার প্রচুর মানুষ তাঁর হাত ধরে রামোজি ফিল্ম সিটিতে কাজও পেয়েছেন। তিনি অবসর নেওয়ার পর দত্তপুকুর বাজারের কাছেই বুলবুল কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করেন।

অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশ্বসেরা আরামবাগের ছেলে সপ্তদ্বীপ

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আবারও আরামবাগ হাইস্কুলের মাথায় নতুন পালক যুক্ত হল। এই স্কুলের ছাত্র অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মুখ উজ্জ্বল করেছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটি আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সোনার সরস্বতীতে পুরস্কৃত হয় আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র সপ্তদীপ দত্ত। তাঁর বাড়ি আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাষিপাড়া এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে অক্টোবরে অল বেঙ্গল আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার পর্যটন কেন্দ্র পরিমল কাননে অনুষ্ঠিত হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। আর এই প্রতিযোগিতায় সকলকে পিছনে ফেলে সাফল্য অর্জন করে আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র সপ্তদীপ দত্ত। মার্চ মাসে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। সপ্তদীপ আরামবাগ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে সে।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট থেকেই আঁকতে ভালোবাসত সে। ধীরে ধীরে অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরিচালিত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সপ্তদীপ। এবার ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রথম হওয়ায় খুশি পরিবার। সপ্তদীপের বাবা গৌতম দত্ত ও মা সঞ্চিতা দত্ত বলেন, 'ছেলে আঁকতে ভালোবাসে। তাই ওর পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকাতে উৎসাহিত করেছিলাম। আমরা চাই ও আরও বড় হোক।'

আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, 'সপ্তদীপের সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের সকলে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশের জন্য আমরা উৎসাহিত করি। মেধা অনুযায়ী তারা তাদের পারদর্শিতা দেখায়। সপ্তদীপ অঙ্কনে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। খুব ভালো লাগছে।' সপ্তদীপ বলে, 'ভারতের মধ্যে প্রথম হব ভাবিনি। আগামী দিনে আরও সাফল্যের জন্য লড়ব। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এসেছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপর গ্রাম্য পরিবেশের ছবি অঙ্কন করেছিলাম। ভারতের প্রান্তিক গ্রামের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম।' সবমিলিয়ে সপ্তদীপের সাফল্যে উচ্ছ্বাসিত আরামবাগবাসী।

ইডি-র গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ

আজ কেজরির আবেদন শুনবে দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: আবগারি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আজ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন শুনবে আদালত। বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার একক বেঞ্চে।

দিল্লির আবগারি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ন'বার কেজরিওয়ালকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু এক বারও তিনি ইডি দপ্তরে হাজিরা দেননি। গত বৃহস্পতিবার নবম তলব এড়ানোর পরই সন্ধ্যায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সে দিন রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় কেজরিওয়ালকে। গ্রেপ্তারির পর গত শুক্রবার নিম্ন আদালতে হাজির করানো হলে তাঁকে সাত দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গত শনিবার দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে দ্রুত শুনানির আর্জিও জানানো হয়। যদিও দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আমআদমি পার্টির (আপ) প্রধানের মামলা শুনবেন বিচারপতি স্বর্ণকান্ত। শনিবার হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করে কেজরির তরফে জানানো হয়, তাঁর গ্রেপ্তারি এবং হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ 'বেআইনি'। বৃহস্পতিবারই আপ প্রধানকে গ্রেপ্তারি থেকে রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার করে হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্যই শুনেছি। এই অবস্থায় আমরা ইচ্ছুক নই (রক্ষাকবচ দিতে)। ইডি চাইলে জবাব দিতে পারে।' হাইকোর্ট রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার করার পরেই কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছিলেন কেজরিওয়াল। তবে শুনানির আগেই সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপিতে যোগ কংগ্রেসের বিদায়ী মুখ্য সচেতকের

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: লোকসভা ভোটের মুখে বিরাট ধাক্কা খেল কংগ্রেস। বিজেপিতে নাম লেখালেন বিদায়ী লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক রভনীত সিং বিট্টু। যা পঞ্জাবে কংগ্রেসকে বড়সড় ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপির শক্তি অনেকটা বাড়িয়ে দিল।

রভনীত বিট্টু কংগ্রেসের ৩ বারের সাংসদ। ২০০৯ থেকে লোকসভায় জিতে আসছেন তিনি। ২০০৯ সালে তিনি জেতেন আনন্দপুর সাহিব কেন্দ্র থেকে। ২০১৪ এবং ২০১৯ লোকসভায় লুধিয়ানা কেন্দ্র থেকে জিতে এসেছেন তিনি। বিট্টু পঞ্জাব তথা গোটা দেশে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি দাবি করেন, 'গোটা দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। পঞ্জাব পিছিয়ে পড়বে কেন, পঞ্জাবকেও এগিয়ে যেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বিজেপিতে যোগ।'

আসলে বিট্টুর বিজেপি যোগের কারণ কংগ্রেসের অন্দরের সমীকরণ। পঞ্জাবে সিধুর প্রবল বিরোধী হিসাবে পরিচিত রভনীত। সিধু জেল থেকে ছাড়া পেতেই তিনি দলকে সতর্ক করেন, প্রাক্তন ক্রিকেটারকে যেন গুরুত্ব না দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস সেই সতর্কবাণী উপেক্ষা করেছে। তাছাড়া দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটও তিনি মানতে পারেননি। সেটাও দলত্যাগের কারণ।

রভনীত বিট্টু বিদায়ী লোকসভায় কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন কংগ্রেসের দলনেতাও ছিলেন। এ হেন নেতা দলত্যাগ করায় হাত শিবির যে পঞ্জাবে ধাক্কা খাবে, সেটা বলে দেওয়াই যায়। পঞ্জাবে বিজেপির জন্য এটা বড় সাফল্য বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সেরা ৫০০ ধনকুবেরের ক্লাবে ঢুকলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ: আসছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ফের একবার এগিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে, এক লাফে সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল ট্রাম্পের। সোমবার তাঁর মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা, 'ট্রুথ' স্টক মার্কেটে প্রবেশ করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপে'র এই সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবারই তারা স্টক মার্কেটে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ফলে, একদিনে ট্রাম্পের সম্পত্তি ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার বেড়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মোট সম্পত্তির মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৫০ কোটি ডলার। আর এই সম্পত্তি বৃদ্ধির ফলে, বিশ্বের প্রথম ৫০০ জন ধনীতম ব্যক্তির তালিকায় যোগ দিয়েছেন ট্রাম্প, এমনটাই জানিয়েছে ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার ইনডেক্স।

'ট্রাম্প মিডিয়া' এবং 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অ্যাকুইজিশন কর্পোরেশনে'র একত্রিকরণের ফলে জন্ম হয়েছে এক নতুন সংস্থার, ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই নতুন সংস্থারও চেয়ারম্যান এবং প্রধান শেয়ারহোল্ডার। কিন্তু, এই চুক্তির ফলে, কয়েকশো কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছিল তাঁর। তবে, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের শেয়ার ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোমবার বিকেলের মধ্যে, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের শেয়ারের দর আরও ৩৯ শতাংশ বেড়েছে। তাদের প্রতিটি শেয়ার প্রায় ৫১ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে, এই সংস্থার শেয়ার থেকেই ট্রাম্পের সম্পত্তি প্রায় ৪০০ কোটি ডলার বেড়েছে। তবে, একত্রিকরণ চুক্তিতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। আগামী বেশ কয়েক মাস, সংস্থার শেয়ার বিক্রি করতে বা এর বিনিময়ে ধার নিতে পারবেন না প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ষষ্ঠ দফায় তিন লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: ষষ্ঠ দফায় দেশের দু'টি রাজ্যের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। মঙ্গলবার রাজস্থানের করৌলি-ঢোলপুর এবং দৌসার পাশাপাশি, মণিপুরের ইনার মণিপুর লোকসভার প্রার্থীদের নাম জানানো হয়েছে এই দফায়।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তিন আসনেই গত বারের জয়ী প্রার্থীদের বদল করেছে বিজেপি। করৌলি-ঢোলপুর (এসসি সংরক্ষিত) আসনে ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে জয়ী মনোজ রাজোরিয়ার বদলে প্রার্থী করা হয়েছে ইন্দুদেবী জাটভকে। দৌসার বিদায়ী সাংসদ জসকৌর মীনার বদলে টিকিট পেয়েছেন কানহাইয়া লাল মীনা।

হিংসাবিধ্বস্ত মণিপুরের ইনার মণিপুর আসনে বাদ পড়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং। তাঁর পরিবর্তে ওই কেন্দ্রে 'পদ্ম' প্রতীক পেয়েছেন মেইতেই জনগোষ্ঠীর নেতা থৌনাওজাম বসন্ত কুমার সিং। গত বছর থেকে শুরু হওয়া মেইতেই-কুকি গোষ্ঠীসংঘর্ষ পর্বে একাধিক বার হামলা হয়েছিল রাজকুমারের বাড়িতে। মেইতেই সংগঠনগুলি অভিযোগ তুলেছিল, নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য তাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন।

পাকিস্তানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত চিনের ৫ নাগরিক

ইসলামাবাদ, ২৬ মার্চ: একই দিনে জোড়া হামলায় বিপর্যস্ত পাকিস্তান। সকালে নৌসেনা ঘাঁটিতে বালোচ বিদ্রোহীদের হামলার পরে দুপুরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। জানা গিয়েছে, কনভয়ে বিস্ফোরণের জেরে বেশ কয়েকজন চিনা নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

হামলার ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। চারজন চিনা ইঞ্জিনিয়ার গাড়িতে চেপে ইসলামাবাদ থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার দাসুতে যাচ্ছিলেন। সেখানে চিনের সহযোগিতায় একটি বাঁধ তৈরির কাজ চলছে। সেই কাজের তদারকি করতেই এদিন দাসুতে যাচ্ছিলেন চারজন। পথেই তাঁদের গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ জনের। তবে কনভয়ের অন্য গাড়িগুলো সুরক্ষিত রয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক মহম্মদ আলি গন্দাপুর জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৫ জন চিনা নাগরিক। গাড়ির পাকিস্তানি চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। তবে পাকিস্তানের মাটিতে চিনা নাগরিকদের উপরে হামলার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে এই বাঁধ সংলগ্ন এলাকাতেই একটি বাসে বোমা বিস্ফোরণের জেরে প্রাণ হারান ৯ চিনা নাগরিক। সবমিলিয়ে মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল এই হামলায়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নৌসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় বালোচ বিদ্রোহীরা। বিস্ফোরণ আর গুলিবৃষ্টিতে কেঁপে উঠেছে তুরবাটের পিএনএস ঘাঁটি। গোটা ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয় বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি। পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের দাবি, নৌসেনার এই ঘাঁটিতেই মোতায়েন থাকে চিনা ড্রোন। সেগুলো লক্ষ্য করেই আক্রমণ শানানো হয়েছে। হামলার পরে বিবৃতি প্রকাশ করেছে পাক সেনাবাহিনী। জানানো হয়, বালোচ হামলায় শহিদ হয়েছেন এক আধা সেনাকর্মী। সেনার পালটা মারে নিকেশ হয়েছে অন্তত ৫ বিদ্রোহীও। তবে চিনা নাগরিকদের উপর হামলার নেপথ্যেও বালোচের হাত রয়েছে কিনা, জানা যায়নি।

তেলঙ্গানার একাধিক জেলার তাপমাত্রা পৌঁছবে ৪৫ ডিগ্রি মৌসম ভবনের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: মার্চেই গরমের দাপট শুরু হয়ে গিয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। পিছিয়ে নেই তেলঙ্গানাও। ইতিমধ্যেই দক্ষিণের এই রাজ্যে সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। বুধবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে এই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায়। সেই তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাস মৌসম ভবনের।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, এই গরমের দাপট চলবে ২৭-২৯ মার্চ পর্যন্ত। তার মধ্যে বুধবার যে সব জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল; আদিলাবাদ, নির্মল, নিজামাবাদ, জাগতিয়াল, রাজানা সিরসিলা, করিমনগর, মাঞ্চেরিয়াল, আসিফবাদ এবং পেডাপল্লি। ২৮ মার্চ তাপমাত্রা আরও বাড়বে তেলঙ্গানার পূর্ব থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। ভুপলপল্লি, মুলুগু, ওয়ারঙ্গল, হনুমাকোন্ডা, মেহবুবনগর, ভদ্রাদ্রি, খাম্মাম, সূর্যপেট, নলগোন্ডা, নারায়ণপেটেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। রাজ্যবাসীদের আগাম বার্তা দিয়ে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে প্রশাসন। তবে হায়দরাবাদের তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না। সেখানে ৪০ ডিগ্রির আশপাশেই ঘোরাফেরা করবে তাপমাত্রা। সোমবার থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করেছে গরম। নলগোন্ডার তিম্মামপুর এবং ভদ্রাদ্রির সুজাতানগরে সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জেলেই 'স্লো-পয়জন' করে খুনের চেষ্টা! হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুখতার আনসারি

লখনউ, ২৬ মার্চ: জেলের মধ্যেই 'স্লো পয়জন' হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার-রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারি। মধ্যরাতে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বান্দা হাসপাতালে। আইসিইউয়ে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি আনসারি দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশে জেলের মধ্যেই তাঁকে 'স্লো পয়জন'-এর মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। এর পরই আনসারির হঠাৎ অসুস্থতায় রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে যোগীরাজ্যে।

তাঁর পরিবারের অভিযোগ, মুখতারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনছে না জেলা প্রশাসন। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে ফোন করে দাদার শারীরিক অবস্থা চানতে চেয়েছেন মুখতারের ভাই আফজল আনসারি। সংবাদমাধ্যমকে গাজিপুরের সাংসদ আফজল জানিয়েছেন, 'মহম্মদাবাদ থানা থেকে আমাদের একটি মেসেজ করে বলা হয় মুখতার অসুস্থ। তাঁকে বান্দা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের হাসপাতালে আসার জন্য জানানো হয়।' সেই সঙ্গেই তিনি অভিযোগ করেন, মুখতারকে তাঁর উকিলের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। হাসপাতালে যাওয়ার পরেই গোটা বিষয়টি জানা যাবে।

দাদার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে যাওয়ার আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও ফোন করেন আফজল। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। সাংসদের দাবি, 'যদি বান্দা হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে অন্য কোনও ভালো হাসপাতালে দাদার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার যদি চিকিৎসার খরচ দিতে না চায় সেক্ষেত্রে আমরা সব খরচ বহন করব।'

এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, মুখতার আনসারির মূত্রনালীতে সংক্রমণ সমস্যা গুরুতর আকার নিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে অস্ত্রোপচার করতে হতে পারে। বর্তমানে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি এই ঘটনায় অন্য তত্ত্বও উঠে আসছে। গত ২১ মার্চ মুখতারের উকিল বারাবাকি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন যেখানে অভিযোগ তোলা হয়, তাঁর মক্কেলকে জেলের মধ্যে 'স্লো পয়জন' করে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে। যার ফলে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তিনি।

আমেরিকায় জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে বহু মৃত্যুর আশঙ্কা

নিউ ইয়র্ক, ২৬ মার্চ: তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল বিরাট সেতু। আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশে বাল্টিমোরে মালবাহী জাহাজের ধাক্কায় ওই সেতুটি ভেঙে পড়ে। 'ফ্রান্সিস স্কট কি' নামের ওই সেতু আমেরিকার এক বিখ্যাত সেতু। এই বিপর্যয়ের ধাক্কায় বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। বহু সংবাদমাধ্যমের দাবি, সেতুটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে জলে পড়ে যায় বহু গাড়ি এবং মানুষ।

জানা যাচ্ছে, জাহাজটি বাল্টিমোর বন্দর থেকে বেরনোর সময়ই বিপত্তি ঘটে। সেতুর একটি ভিতে ধাক্কা মারে সেটি। আর সঙ্গে সঙ্গে প্যাটাপস্কো নদীতে ভেঙে পড়ে অতিকায় সেতুটি। এদিকে ধাক্কা মারার পর সেতুর নিচে আটকে যায় ওই জাহাজটিও। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার ভোরে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়নি। তবে সংবাদমাধ্যমের দাবি, অন্তত ২০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেতু ভেঙে পড়ার ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে। কীভাবে জাহাজের ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমেষে সেতুটি ভেঙে পড়ছে। যা দেখে শিউরে উঠেছেন নেটিজেনরা।

প্রসঙ্গত, ১.৬ মাইল দীর্ঘ সেতুটির আশপাশের সবকটি রাজ্য স্তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, সেতুর নিচ দিয়ে জলযানের চলাফেরাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। দুর্ঘটনার স্থানে উপস্থিত মার্কিন উপকূল রক্ষী বাহিনীও। পাশাপাশি বাল্টিমোর পুলিশের একটি দলও সেখানে হাজির হয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে।

কে কবিতাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠাল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ: আবগারি দুর্নীতি মামলায় ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হল বিআরএস নেত্রী কে কবিতাকে । মঙ্গলবার দিল্লির এক আদালত এই রায় দিয়েছেন। গত ১৫ মার্চ ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কবিতা। মঙ্গলবারের নির্দেশের পরে ইডি হেপাজত থেকে এবার তিহার জেলে পাঠানো হবে তাঁকে। আপাতত ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরকন্যা। এদিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন কবিতা। তিনি দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা তা আসলে আবগারি দুর্নীতি নয়, রাজনৈতিক দুর্নীতি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'এটা একটা সাজানো মিথ্যে মামলা। একজন অভিযোগকারী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। অন্যজন বিজেপির থেকে টিকিট পাচ্ছেন। আর তৃতীয় জন ইলেক্টোরাল বন্ডে ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এটা রাজনৈতিক দুর্নীতি। আমরা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসব।'

ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী জামিনের মামলা করেছেন কবিতা। তাঁর নাবালক সন্তানের স্কুলের পরীক্ষার কথা জানিয়ে তিনি ওই আবেদন করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগামী ১ এপ্রিল এক নিম্ন আদালতে ওই মামলার শুনানি। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি গত ১৫ মার্চ কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সঙ্গে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। পরে বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। দাবি, আপ নেতা ও দিল্লির প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন করে দক্ষিণ ভারতে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তার ৬৫ শতাংশের মালিক এই কবিতা। অন্যায় সুবিধা পেতে তিনি আপ নেতাদের ১০০ কোটি টাকা দেন বলেও অভিযোগ ইডির।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

পূর্বে প্রকাশিত **বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি২০৬/ইউটিএস/এটিভিএম/ফেসিলিটেটর/১/২৪**-এর প্রেক্ষিতে আদ্রা ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম)-এ কর্মী নিযুক্তিতে ফেসিলিটেটর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তির বন্ধের তারিখ ছিল ২৯.০৩.২০২৪। ওইদিন অর্থাৎ ২৯.০৩.২০২৪ তারিখে ছুটি থাকার দরুন, **বন্ধের তারিখ ৩৩.০৪.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল।** অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
(PR-1255/C)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভান্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ১৭/২৩-২৪ তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০২৪**। নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩১৯৯৮এ	লুব্রিকেশন গ্রিজ	১৫ কেজি	০২.০৪.২০২৪ বেলা ২টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

অরেঞ্জ লাইনে ২৮.০৩.২০২৪ এবং ২৯.০৩.২০২৪ তারিখে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত শাখায় সিসিআরএস পরিদর্শন সম্পর্কিত কিছু পরিচালনগত জরুরিকালীন প্রয়োজনীয়তার দরুন, অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর মধ্যবর্তী শাখায় মেট্রো পরিষেবা (বাণিজ্যিক পরিষেবা) **২৮.০৩.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) ও ২৯.০৩.২০২৪ তারিখ (শুক্রবার) বন্ধ থাকবে।**

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

গুজরাতকে হারিয়ে শীর্ষে চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পর গুজরাত টাইটান্সকেও হারিয়ে দিল গত বারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেও দলের সাফল্যের ধারা অব্যাহত। মঙ্গলবার শুভমন গিলের দলকে ৬৩ রানে হারালেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়েরা।

গত বারের ফাইনালে হারের বদলা নিতে পারল না গুজরাত। জয়ের জন্য ২০৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চেন্নাইয়ের ২২ গজে শুভমনদের ইনিংস শেষ হল ৮ উইকেটে ১৪৩ রানে। গুজরাতের প্রথম সারির কোনও ব্যাটারই দলকে ভরসা দিতে পারলেন না। কিছুটা ব্যতিক্রম তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা সাই সুদর্শন। তুষার দেশপাণ্ডে, দীপক চাহারদের সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল গুজরাতের ব্যাটারদের।

এ দিন ঘরের মাঠে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ কাজে লাগালেন চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটারেরা। রাচিন রবীন্দ্র, শিবম দুবে, রুতুরাজদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে ৬ উইকেটে ২০৬ রান তোলে চেন্নাই। শুভমনের দলের বোলারেরা চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর হতে পারলেন না। সেই সুযোগ কাজে লাগাল চেন্নাই। দুই ওপেনার অধিনায়ক রুতুরাজ এবং রাচিন শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে শুরু করেন। বেশি আগ্রাসী ছিলেন নিউ জল্যান্ডের অলরাউন্ডার। তিনি ৪৬ রান করলেন ২০ বলে। মারলেন ৬টি চার এবং ৩টি ছয়। রুতুরাজও করলেন ৪৬। তিনি খেলেন ৩৬ বল। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা। রান পেলেন না অজিঙ্ক রাহানে। ১২ বলে ১২ রান করলেন তিনি। পরে ব্যাট হাতে রান তোলার গতি বৃদ্ধি করলেন শিবম। তাঁর সঙ্গে জুটি গড়লেন ডারিল মিচেল। শিবমের ব্যাট থেকে এল ২৩ বলে ৫১ রানের ইনিংস। রশিদ খানের বলে আউট হওয়ার আগে মারলেন ২টি চার এবং পাঁচটি ছক্কা। মিচেল করলেন ২০ বলে ২৪। শেষ দিকে নেমে মানানসই ব্যাটিং করলেন সমীর রিজভিও। ২টি ছক্কার সাহায্যে ৬ বলে ১৪ রান করলেন তিনি। রবীন্দ্র জাডেজা অপরাজিত থাকলেন ৩ বলে ৭।

গুজরাতের বোলারদের মধ্যে সফলতম রশিদ ৪৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন। ২৮ রানে ১ উইকেটে সাই কিশোরের। ৩৫ রানে ১ উইকেটে স্পেনসার জনসনের। মোহিত শর্মা ১ উইকেটে পেলেন ৩৬ রান খরচ করে। উইকেটে পিছনে পুরনো ঝলক দেখা গেল ঋদ্ধিমান সাহার।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই অধিনায়ক শুভমনের (৮) উইকেট হারায় গুজরাত। ঋদ্ধিমান সাহাও (১৭ বলে ২১) বড় রান পেলেন না। সুদর্শন কিছুটা লড়াই করলেন। ৩১ বলে তাঁর ৩৭ রানের ইনিংসে রয়েছে ৩টি চার। ব্যর্থ গুজরাতের মিডল অর্ডারও। বিজয় শঙ্কর (১২ বলে ১২), ডেভিড মিলার (১৬ বলে ২১), আজমতুল্লা ওমরজাইরা (১০ বলে ১১), ধারাবাহিক ভাবে আউট হয়ে দলের ইনিংসকে চাপে ফেলে দিলেন। সেই চাপ সামলানো সহজ ছিল না। ১১৮ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর গুজরাতের জয়ের আর কোনও আশা ছিল না। পরে দিকের ব্যাটারেরাও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারলেন না। রশিদ (১), রাহুল তেওটিয়াও (৬) রান পেলেন না। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন উমেশ যাদব (১০) এবং স্পেনসার জনসন (৫)।

চেন্নাইয়ের বোলারদের মধ্যে সফলতম তুষার ২১ রানে ২ উইকেট নিলেন। ২৮ রানে ২ উইকেট চাহারের। ৩০ রান খরচ করে ২ উইকেট নিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। ১৮ রানে ১ উইকেট ডারিল মিচেলের। ২৯ রানে ১ উইকেট নিলেন মাথিশা পাতিরানা।

কোহলিদের শিবিরে ম্যাচ জেতানো কার্তিকের হাত ধরে হঠাৎ 'হাজির' রিঙ্কু!

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে সাফল্য পাননি। দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার ২০২২ সালের ফর্মে দীনেশ কার্তিক। সোমবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১০ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে এ বারের আইপিএলে প্রথম জয় এনে দিয়েছেন। ম্যাচের পর কার্তিক বলেছেন, কেকেআর ব্যাটার রিঙ্কু সিংহকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন দেশের অন্যতম ফিনিশার রিঙ্কু। সোমবারের ম্যাচে কার্তিকও শেষ দিকে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী ব্যাট করে দলকে জয় এনে দিয়েছেন। ম্যাচের পর তাঁর কাছে ১০ বলের ইনিংসের রহস্য জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে মজা করে অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার বলেন, ''রিঙ্কু সিংহকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ও। বেশ কিছু আগ্রাসী ক্রিকেটার আছে। যাদের খেলা দেখে আমি শিখছি।''

পরে কার্তিক আরও বলেন, ''আসলে পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে মারতেই হত। বলতে পারেন এটা অনুশীলনের ফল। এর কৃতিত্ব আমার কোচের। যিনি আমার সঙ্গে প্রায় এক দশক ধরে কাজ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে খেলার জন্য উনিই আমাকে তৈরি করে দিয়েছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের স্বাভাবিক খেলার চেষ্টা করি। মাথা ঠান্ডা রেখে খেলার চেষ্টা করি। বাড়তি কিছু নয়, যেটা পারি সেটাই চেষ্টা করি। শট নির্বাচন করে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি।''

২০২২ সালে আইপিএলের পারফরম্যান্সের সুবাদে কার্তিক ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিলেন। সে বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও খেলেছিলেন কার্তিক। এ বারের আইপিএল খেলে অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন আরসিবির ব্যাটার।

আইএসএলে বাগান-মুম্বই ম্যাচের দিন বদল

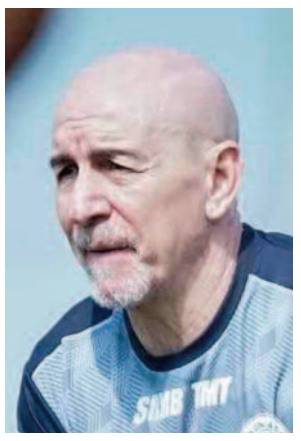

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস এবং মুম্বই সিটি এফসির খেলার দিন এবং সময় বদলে গেল। এই ম্যাচ এ বারের আইএসএলে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ। আগামী ১৪ এপ্রিল বিকাল ৫টা হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। কিন্তু সে দিন হবে না খেলা।

নতুন সূচি অনুযায়ী মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচ হবে এক দিন পর ১৫ এপ্রিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিকাল ৫টার পরিবর্তে খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। আইএসএল লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি, তাতে ১৫ এপ্রিল মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচে লিগ শিল্ডের ফয়সালা হতে পারে। ম্যাচের দিন এবং সময় কেন পরিবর্তন করা হয়েছে, তা অবশ্য জানানো হয়নি।

ভারতীয় দলের খেলার জন্য আপাতত আইএসএলে বিরতি চলছে। শেষ ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জিতে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। গোলপার্থক্যের বিচারে শীর্ষে মুম্বই। তার পর গত ৮ মার্চের ১-১ ড্র হওয়া ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে ৩-০ জয়ী ঘোষণা করা হয়। সেই ম্যাচে জামশেদপুর এফসি নিয়ম ভেঙে একজন ফুটবলারকে খেলিয়েছিল। তাই মুম্বইকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে জামশেদপুরের। ফলে মুম্বইয়ের ১৯ ম্যাচে সংগ্রহ ৪১ পয়েন্ট। অন্য দিকে মোহনবাগানের ১৮ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট। পার্থক্য ২ পয়েন্টের হলেও মোহনবাগান একটি ম্যাচ কম খেলেছে। তাই দিমিত্রি পেত্রাতোসদের সামনে সুযোগ রয়েছে লিগ শিল্ড জেতার।

শেষ ম্যাচের আগে মুম্বইকে খেলতে হবে আরও দু'টি ম্যাচ। মোহনবাগানের রয়েছে তিনটি ম্যাচ। মুম্বইয়ের দলটি পয়েন্ট নষ্ট করলে ১৫ এপ্রিলের ম্যাচের আগে বাড়তি সুবিধা পেতে পারে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। আবার তাঁর দল পয়েন্ট হারালে সুবিধা পেতে পারে মুম্বই। বাকি ম্যাচগুলির ফলাফল যাই হোক ১৫ এপ্রিলের ম্যাচ দু'দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'আমার এখনো টি-টোয়েন্টি খেলার সামর্থ্য আছে'

পিটারসেন-শাস্ত্রীকে কোহলির খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলোচনার ঝড় বোধ হয় মাত্র শুরু হল!

বিশ্বকাপ দলে বিরাট কোহলি থাকবেন না, এমন গুঞ্জন শোনা যাওয়ার পরই এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। এরই ধারাবাহিকতায় গুজরাট টাইটানস ও মুম্বই ইন্ডিয়ানস ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় কেভিন পিটারসেন ও রবি শাস্ত্রী কোহলির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা না, থাকা নিয়ে কথা বলেছিলেন। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে পিটারসেন ও শাস্ত্রীর সেই কথার জবাব দিয়েছেন কোহলি।

সেই ম্যাচের ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে পিটারসেন বলেছেন, 'বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। সেখানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে আপনি কোহলির মতো কাউকে দলে চাইবেন।'এমন কথার জবাবে শাস্ত্রী বলেছেন, 'খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ানো বিষয় না। বিষয় হচ্ছে টুর্নামেন্ট জেতা। জনপ্রিয়তা যেখানে বাড়ার সেখানে বাড়বে। ভারত ২০০৭ সালে তরুণ দল নিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল। আপনি তারুণ্য চান, আপনি জৌলুশ চান।'

এই আলোচনা কোহলির মোটেই পছন্দ হয়নি। সে কারণেই তো ম্যাচ জিতিয়ে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, 'আমি জানি, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আমার নাম এখন বিশ্বের নানা জায়গায় প্রচারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার এখনো টি-টোয়েন্টি খেলার সামর্থ্য আছে।' কোহলি আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করেই এ কথা বলেছেন। সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন নিজের কৌশল বদলে ফেলারও। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ইনিংসে পাওয়ার প্লেতে ১১ বার আক্রমণাত্মক শট খেলেছেন কোহলি, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ।

মিডল ওভারে আক্রমণাত্মক শট খেলেছেন ১৪টি, যা মিডল ওভারে তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২০ সালের পর থেকে টি-টোয়েন্টিতে মিডল ওভারে তাঁর স্ট্রাইকরেট ১১৭.৫৩। তবে গতকাল কোহলি ব্যাট করেছেন ১৫০ স্ট্রাইকরেটে। সব মিলিয়ে কোহলিও একটা বার্তা দিতে চাইছেন।

২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দীর্ঘ ১৪ মাস ভারতের হয়ে এই সংস্করণে খেলেননি কোহলি। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরেন। তবে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওই সিরিজে ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ খেলে একটিতে ২৯, অন্যটিতে ০ রানে আউট হন। এরপর আইপিএল ভালোভাবেই শুরু করলেন।

বিশ্বকাপের পর কয়েকমাস বাবার দায়িত্ব পালন করছিলাম: বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি তাহলে কিছুদিনের জন্য 'সাধারণ মানুষ' হতে চেয়েছিলেন! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে খেলেননি। তখনই জানা গিয়েছিল, তিনি ভারতে নেই।

এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরিজে কেন খেলেননি;এ নিয়ে জলঘোলা অনেক হয়েছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মেলে কোহলি দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হলে। কোহলি ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার এই সময়টাতে শুধু পরিবারকে সময় দিয়েছেন। পরিবারকে নিয়ে এমন এক জায়গায় থেকেছেন, যেখানে কোহলি কোনো তারকা নন, অতি সাধারণ একজন। গতকাল পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হওয়া কোহলি এ কথা জানিয়েছেন।

এবারের আইপিএলে বেঙ্গালুরুর প্রথম জয়ের ম্যাচে কোহলির ব্যাট থেকে এসেছে ৪৯ বলে ৭৭ রান। টি-টোয়েন্টি যা কোহলির ১০০তম অর্ধশতক। এমন কীর্তির দিনে কোহলি নিজের অবসরের সময়টা নিয়ে বলেছেন, 'আমরা দেশে ছিলাম না। আমরা এমন জায়গায় ছিলাম, যেখানে মানুষ আমাদের চেনে না। পরিবারকে নিয়ে সময় কাটিয়েছি, দুই মাস স্বাভাবিক মানুষের অনুভূতি নেওয়ার জন্য। আমার মতে, পরিবারের জন্য এটা পরাবাস্তব এক অভিজ্ঞতা। অবশ্য দুই বাচ্চার জন্য পরিবারে অনেক কিছু বদলে গেছে। একসঙ্গে থাকার ফলে বড় বাচ্চাটার সঙ্গে দুর্দান্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই অনুভূতি অবিশ্বাস্য।'

'সাধারণ মানুষ' হিসেবে ছুটির সময়টা কতটা উপভোগ করেছেন, সেটিও বলেছেন কোহলি, 'এটা অসাধারণ ছিল। রাস্তায় সাধারণ একটা মানুষ হওয়া, কেউ না চেনা, সাধারণ মানুষ যে জীবন যাপন করে, তেমন একটা জীবন যাপন করা অসাধারণ অভিজ্ঞতা।'

৭৭ রানের ইনিংস খেলার কৌশল সম্পর্কেও বলেছেন কোহলি, 'টি-টোয়েন্টিতে আমি ওপেন করি, দলকে উড়ন্ত সূচনা দিতে চাই। তবে যদি উইকেট পড়তে থাকে, তাহলে আপনাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে। সাধারণত এখানে উইকেট যতটা ফ্ল্যাট থাকে, ততটা ছিল না। আড়াআড়ি লাইনে শট খেলা যায়নি।'

মেসির পর এবার দি মারিয়াকেও হত্যার হুমকি

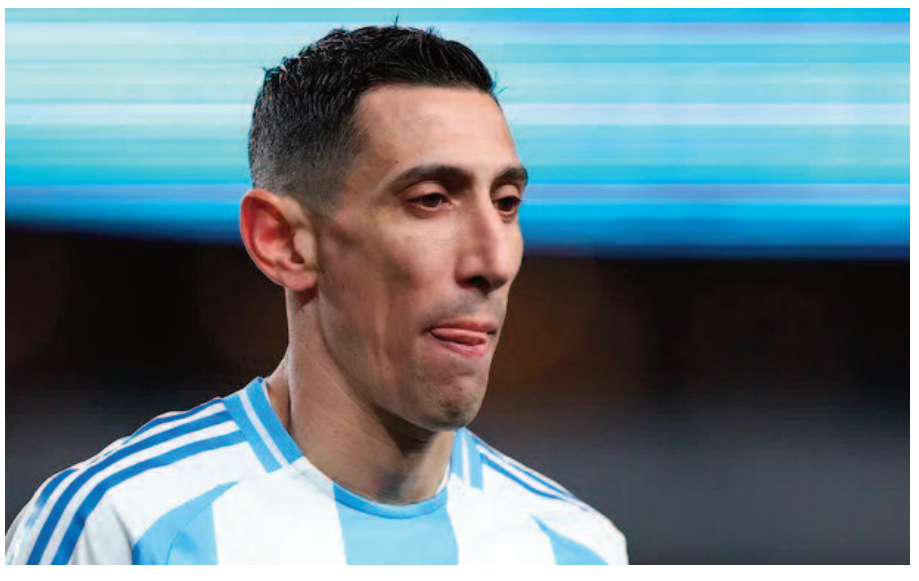

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোজারিও, লিওনেল মেসির জন্মস্থান। এই শহরেই জন্মেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী আরেক তারকা আনহেল দি মারিয়াও। সেই শহরেই এবার দুর্বৃত্তদের হুমকি পেলেন দি মারিয়া। বার্তা সংস্থা রয়টার্স আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা।

এখন পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায় খেলা দি মারিয়া গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, ছেলেবেলার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে খেলেই ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। ওই ঘোষণার পরই হুমকি পেলেন দি মারিয়া। মেসি-দি মারিয়ার মতো দুই ফুটবল তারকার জন্ম শহরের পরিচয়ের বাইরে আরেকটি পরিচয় আছে আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলীয় শহরটির। সেটি অবশ্য বুক উঁচিয়ে বলার মতো কিছু নয়। সান্তা ফে প্রদেশের শহরটির কুখ্যাতি আছে মাদক-সংক্রান্ত সহিংসতার জন্য।

সেই শহরের একটি নিরাপত্তাবেষ্টিত আবাসিক এলাকায় বাড়ি দি মারিয়ার। দেশে ফিরলে দি মারিয়া সেখানেই থাকেন। সেই এলাকাতেই সোমবার ভোরে হুমকি, সংবলিত কাগজ ছুড়ে ফেলে যায় অচেনা কিছু মানুষ। একটি ধূসর গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলা সেই কাগজে দি মারিয়ার পরিবারের উদ্দেশে লেখা ছিল, আর্জেন্টাইন তারকা যদি শহরে ফেরেন, তাহলে প্রাদেশিক গভর্নর ম্যাক্সিমিলিয়ানো পুয়ারোও দি মারিয়াদের নিরাপদে রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না। ঠিক কী হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, সেই বার্তা পুলিশের বরাত দিয়ে আর্জেন্টিনার নিউজ পোর্টাল ইনফোবে তাদের ওয়েবসাইটে তুলে ধরেছে, 'তোমাদের ছেলে আনহেলকে বলো রোজারিওতে না ফিরতে। সে যদি ফেরে, তোমাদের পরিবারের যেকোনো একজন সদস্যকে আমরা খুন করব। পুয়ারোও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা শুধু কাগুজে বার্তাই ফেলে যাই না, আমরা বুলেট আর লাশও ফেলে যাই।' গত বছর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর পরিবারের সুপারমার্কেটে বন্দুক হামলা করেছিল অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা। 'মেসি, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। (রোজারিওর মেয়র) পাবলো ইয়াভকিন নিজেই মাদক চোরাচালানকারী। সে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না' লেখা কাগজও ফেলে রেখে গিয়েছিল সেই সন্ত্রাসীরা।

১১ বছর পর মুখোমুখি স্পেন, ব্রাজিল, সুপার কম্পিউটারের ফেবারিট স্পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৩ সালের ৩০ জুন;মারাকানায় মুখোমুখি ব্রাজিল ও স্পেন। সে ম্যাচে স্পেনকে ৩,০ গোলে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো কনফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। ফুটবল মাঠে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের সেটিই ছিল শেষ দেখা।

আরেকটি স্পেন, ব্রাজিল দ্বৈরথ দেখতে ভক্তদের ১১ বছরের অপেক্ষা ফুরাচ্ছে। মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রাত ২টা ৩০ মিনিটে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হল সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

বিপরীত অভিজ্ঞতা নিয়ে ম্যাচটি খেলতে নামবে দুই দল। মার্চের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওয়েম্বলিতে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে ১,০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল। ১৭ বছর বয়সী এনদ্রিকের গোল জিতিয়েছে ব্রাজিলকে। অন্যদিকে ঘরের মাঠে কলম্বিয়ার কাছে ১,০ গোলে হেরেছে স্পেন।

টানা তিন ম্যাচ হারার পর জয় তুলে নেওয়া ব্রাজিলের দুই তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগোর জন্য তো বানার্ব্যু ঘরের মাঠেই। ব্রাজিল ফুটবলের নতুন চমক এনদ্রিকও আগামী মৌসুমে যোগ দেবেন রিয়ালে। টানা ছয় ম্যাচ জয়ের পর প্রথম হারের দেখা পাওয়া স্পেনকে তাঁরা আরেকটি হার উপহার দিতে পারবেন কি?

চোটের কারণে নেইমার, আলিসন, এদেরসন, মার্তিনেল্লি, কাসেমিরো ও মার্কিনিওসের মতো তারকাদের বাইরে রেখেই দল সাজানো ব্রাজিল অনুপ্রেরণা নিতে পারে ইতিহাস থেকে। স্প্যানিশদের বিপক্ষে ৯ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জিতেছে ব্রাজিল, ড্র করেছে দুটিতে। স্প্যানিশদের দুই জয়ের সর্বশেষটি ১৯৯০ সালে পাওয়া। প্রীতি ম্যাচটিতে ৩,০ গোলে জিতেছিল স্পেন। ব্রাজিলের বিপক্ষে সর্বশেষ ছয় ম্যাচের মধ্যে ওই একবারই গোলের দেখা পেয়েছে স্প্যানিশরা।

আজ সেই স্পেনের একাদশে না,ও থাকতে পারেন রদ্রি। ব্যক্তিগত কারণে সোমবার অনুশীলন থেকে ছুটি নিয়েছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার। এ কারণেই তাঁর খেলা নিয়ে সংশয়।

ব্রাজিল না স্পেন, কে জিতবে আজকের প্রীতি ম্যাচ? ফুটবলের তথ্য,পরিসংখ্যান বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান 'অপ্টা'র সুপার কম্পিউটার এ ম্যাচে ফেবারিট হিসেবে দেখিয়েছে স্পেনকেই। সুপার কম্পিউটারের হিসাবে স্পেনের জয়ের সম্ভাবনা ৪৩.৯, অন্যদিকে ব্রাজিলের সম্ভাবনা ২৭।

তবে ইউরোপীয় দলগুলোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের সাম্প্রতিক ফল থেকে আশা খুঁজে নিতে পারে ব্রাজিল। ইউরোপের দলগুলোর বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ১২টি প্রীতি ম্যাচের ১১টিতেই জিতেছে ব্রাজিল, ড্র হয়েছে অন্য ম্যাচটি। ওই ১২ ম্যাচে ২৬ গোল করা ব্রাজিলিয়ানরা খেয়েছে মাত্র ৪টি গোল। প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিল সর্বশেষ ইউরোপীয় দলের কাছে হেরেছে ২০১৩ সালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**